কমিক আকারে আরব্য রজনীর গল্প

# আরব্য রজনীর গল্প
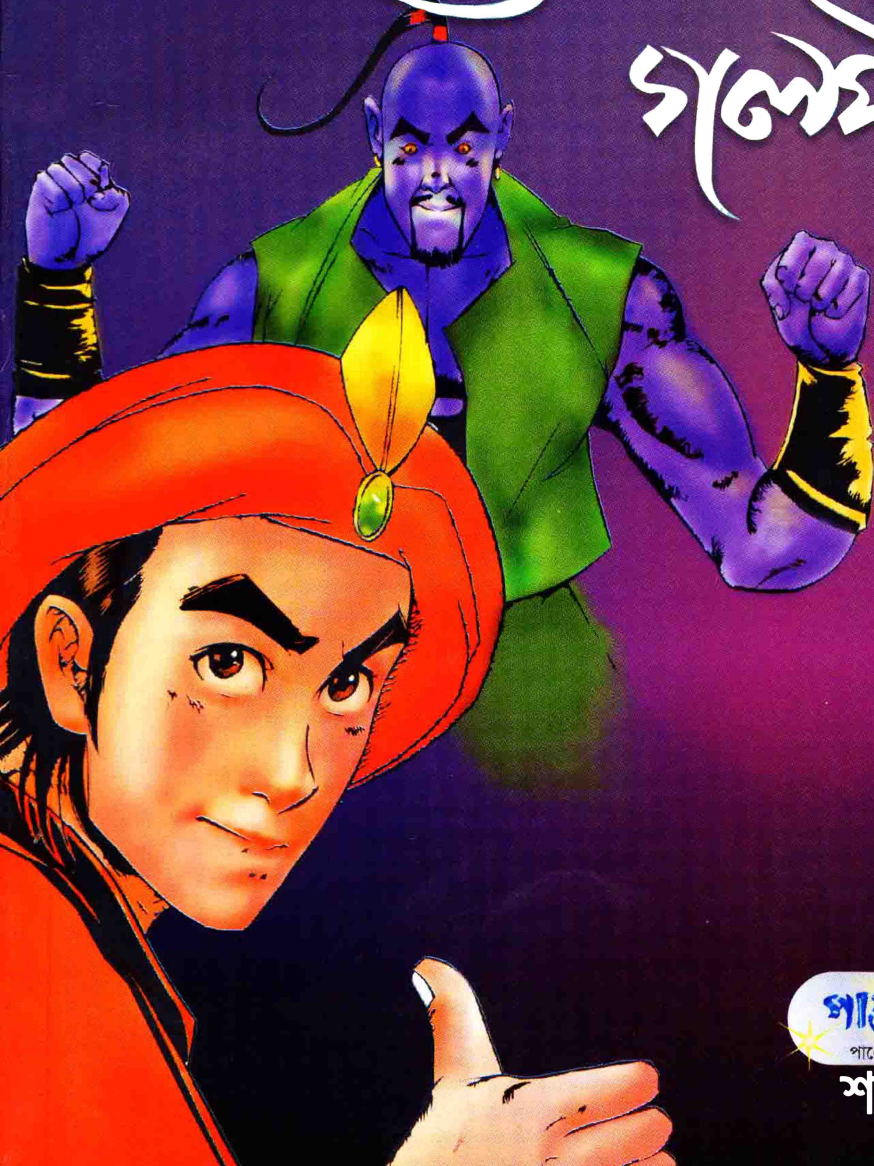
পাঞ্জেরী
পাঞ্জেরী কমিকস
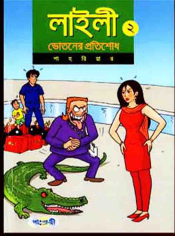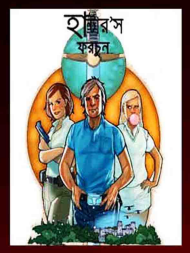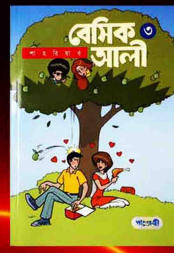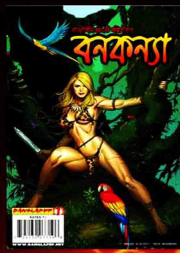
শ্যামল
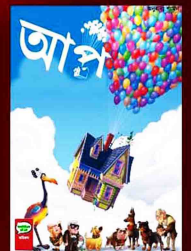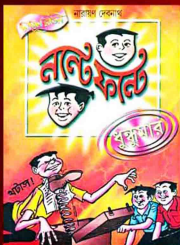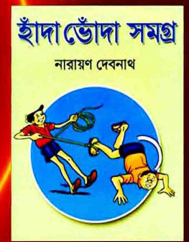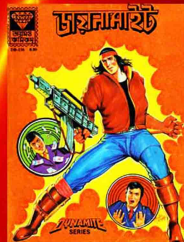
শিশুতোষ গল্পগাথা

# আরব্য রজনীর গল্প

কমিক্‌স আকারে আরব্য রজনীর গল্প

**লেখা :** ওঙ্ হুই খেই | **সচিত্রকরণ :** ল্য কিম হান

**অনুবাদ :** তানভীর আহমেদ সিডনী

পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি.

**প্রচ্ছদ**
সারফুদ্দিন আহমেদ

**প্রথম প্রকাশ**
এপ্রিল, ২০০৭

**দ্বিতীয় সংস্করণ**
এপ্রিল, ২০১১



**প্রকাশক**
পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি.
৪৩ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক (পুরাতন ১৬ শান্তিনগর), ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৩৫৮২৬, ৭১২৬২৭৪, ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৮৩১৮৫২৬
ই-মেইল : info@panjeree.com

**পরিবেশক**
**ভারত** : শিশু সাহিত্য সংসদ (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা
**যুক্তরাজ্য** : সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিক লেন, লন্ডন

**মূল্য** : ১০০.০০ টাকা

---

**'Arabbya Rojonir Golpo',** Published by Panjeree Publications Ltd
43 Shilpacharya Zainul Abedin Sarak (Old 16 Shantinagar), Dhaka-1000
Phone : 9335826, 9360094, 8360007, E-mail : info@panjeree.com
India Distributor : Shishu Sahitya Samsad Pvt. Ltd, Kolkata
UK Distributor : Sangeeta Ltd, 22 Brick Lane, London
First published in April 2007
Second Edition in April 2011
**Price : Taka 100.00, US$ 8.00**

ISBN : 984-70038-0002-9

*এক হাজার এক রাত্রির* আরব্য রজনীর এই গল্পগুলো শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিশ্বের তাবৎ পাঠকের কাছেই সমানভাবে জনপ্রিয়। মূল গল্পগুলো আরবিতে লেখা হলেও বিভিন্ন ভাষায় এর অনুবাদ হয়েছে। এর গল্পগুলো এমনই যে একবার পড়লেও বারবার পড়তে ইচ্ছা করবে, আর শুরু করলে শেষ না করে উঠতেই ইচ্ছা করবে না।

'আলাদীনের জাদুর চেরাগ', 'কলসের দৈত্য' ইত্যাদি কাহিনীর সাথে এদেশের ছেলেমেয়েরাও অতি সুপরিচিত। তারপরও এই চরিত্রগুলো কখনোই পুরনো হয়নি, বরং আধুনিক যুগে এদের সংস্করণ করে মজার মজার টিভি সিরিয়াল নির্মিত হয়েছে। বলা যায় এতে অতি আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে, অথচ পাঠকের আগ্রহে এতটুকু ভাটা পড়েনি। তবে এগুলো যে শুধু গল্প তা কিন্তু নয়, বরং এতে আছে প্রচুর শেখার উপকরণ, যা বর্তমান শিশু-কিশোর সাহিত্যে প্রায় অনুপস্থিত। তো বন্ধুরা পুরনো গল্পগুলোই আবার নতুন করে ঝালিয়ে নেয়া যাক। কী বলো? অসাধারণ ছবিতে সাজানো আর ভিন্ন আঙ্গিকে লেখা বইটি নিশ্চয়ই তোমাদের ভালো লাগবে।

## পাঞ্জেরী'র আরো কিছু কমিকস

**গ্রাফিক নভেল :**
লাইলি
সোমোর অভিযান
কিউব

**কমিক কার্টুন :**
বাবু-১
বাবু-২
বাবু-৩
বাবু-৪
বাবু-৫
বেসিক আলী
বেসিক আলী-২
বেসিক আলী-৩

**চিরায়ত :**
চীনের উপকথা
ঈশপের নীতিগল্প

**শিশুতোষ জীবন কাহিনী :**
নেতাজি সুভাষ বসু
তিতুমীর
বেগম রোকেয়া
শেরে-বাংলা
বিদ্যাসাগর
মুহাম্মদ বিন কাসিম
টিপু সুলতান
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ
লালন সাঁই

# বিষয় সূচি

# গল্পের শুরু
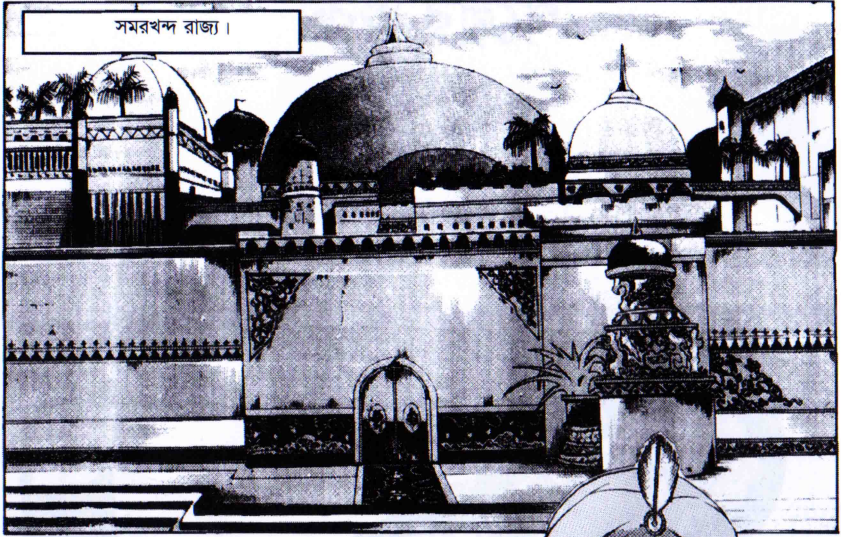
সমরখন্দ রাজ্য।
একদিন রাজা শাহজিনান দূত মারফত তার বড় ভাইয়ের নিমন্ত্রণ পেলেন।
বাহ্!
রাজা শাহজিনান
আমার ভাই তার প্রাসাদে নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন।
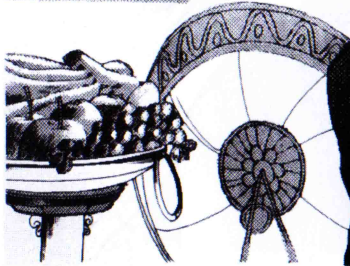
দশ বছর ... প্রায় দশ বছর পর... অবশেষে আমাদের পুনর্মিলন হতে যাচ্ছে!
আসলে এ সময়টাতে আমরা দু'জনেই রাজ্য নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। এর ফলে আমাদের দেখা সাক্ষাৎ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল...
এই সুখবর বয়ে নিয়ে আসার জন্য আপনাকে অভিনন্দন...
প্রিয় ভাই, তোমাকে অনেকদিন দেখি না!
আজ রাতে আপনার জন্য বিশেষ ভোজের আয়োজন করা হবে!
আরও কয়েকটা দিন থাকুন। রাজ্যের কিছু ঝামেলা শেষ করে আমিও আপনার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ব...
ঠিক আছে, মহামান্য রাজা!
হা!
আহা!
হা!
হা!
হি!
হা!
আহা!
হা!

কিছুদিন পরে...

একদিন শাহজিনান বার্তাবাহকের সঙ্গে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন...

রাজা কি এখানে আছেন?

একটু অপেক্ষা করুন।

কীভাবে এই উপহারের কথা ভুলি?

ভাইয়ের এটা অবশ্যই পছন্দ হবে!
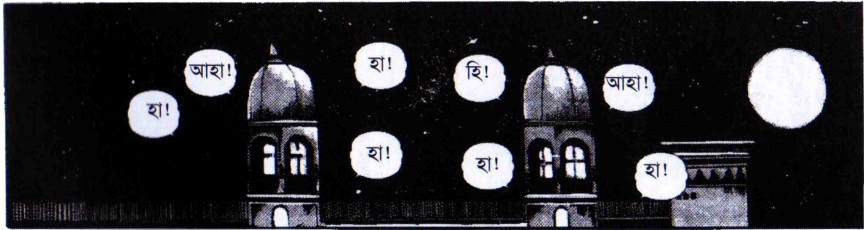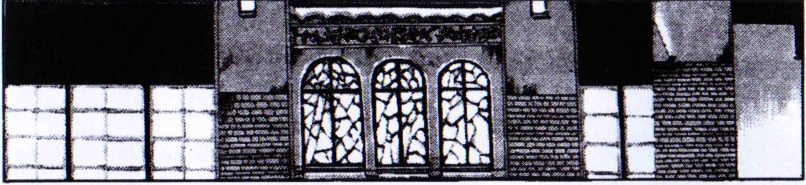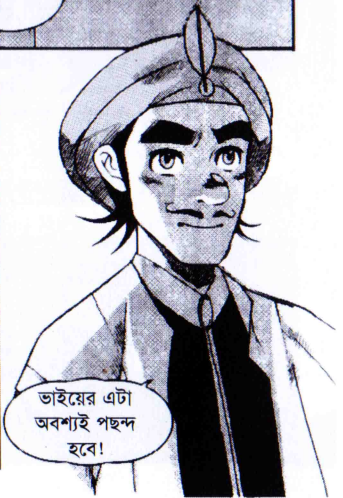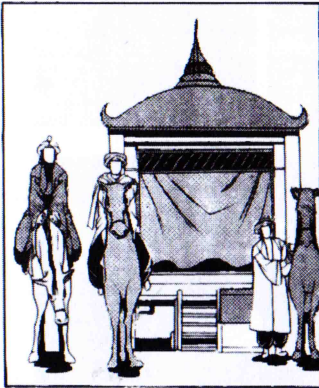
ভ্রমণটা দীর্ঘ ছিল বলে তিনি ভাবছিলেন, প্রাসাদে তার স্ত্রী হয়তো বিষন্নতায় ভুগবেন।
এহ?
হি!
দুষ্টু কোথাকার!
আহ!
আমার পড়ার ঘরে কে?
এইতো... গেলো...
বেশ, তাহলে নিশ্চিন্তেই আসতে পারব...
...
তাহলে এখানে চোরের মতো ঘোরাফেরা করার দরকার নেই!
অসহ্য!
!
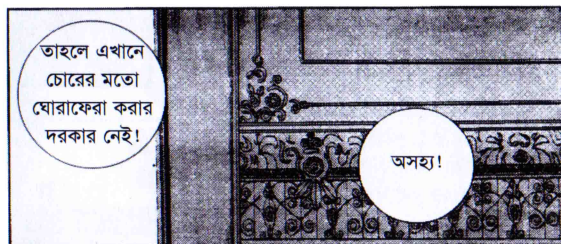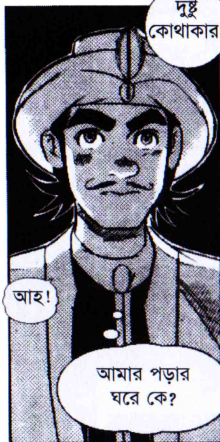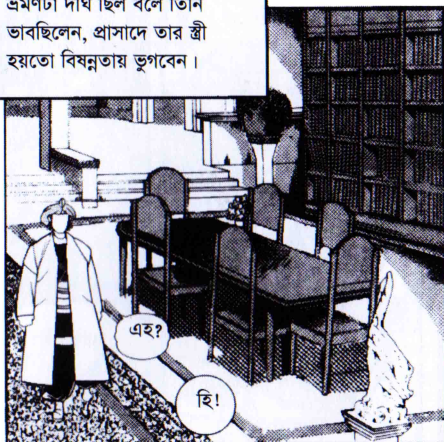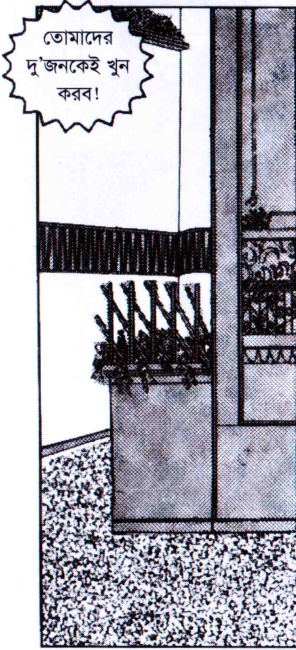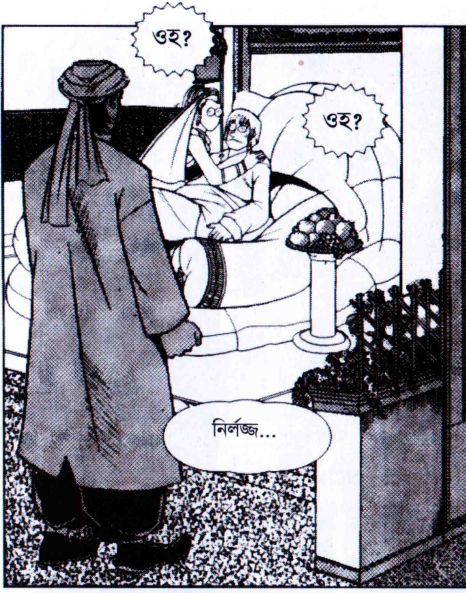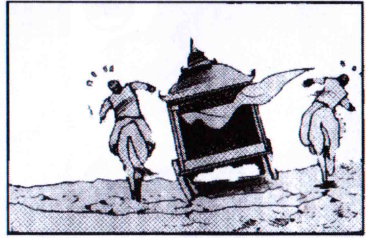
ক্লান্তিকর দীর্ঘ ভ্রমণ শেষে তিনি পৌঁছুলেন...

সমরখন্দের রাজধানী
সিরিমানবান্দ।
মহামান্য রাজা
শাহরিয়ার...
প্রিয় ভাই, অবশেষে
তুমি এলে!
রাজা শাহরিয়ার ছোট ভাইকে দেখে খুবই
আনন্দিত হলেন। তক্ষুণি বিশেষ ভোজ এবং
নাচ গানের আয়োজন করলেন।
কিন্তু ...
দীর্ঘশ্বাস...
...

ভাইয়া তুমি কী কিছু বলতে চাইছ?
আমার কাছে খুলে বলতে পারো।

ঠিক আছে?
আমি তোমার ভাই!
ভাইয়া, আমি ... আমি ভাল আছি!
আমি কি দেখছিনা তুমি খুব দুঃখী?

দশ বছর আমাদের দেখা সাক্ষাৎ নেই!
দশ বছর ...

...
...

ভাইয়া, আমি ঠিক আছি।
আমাকে নিয়ে অযথা দুশ্চিন্তা করো না!
...
...

পরের দিন

ভাই, কাল তুমি আমার সঙ্গে শিকারে যাবে।
শিকার ...

ভাইয়া, আমার ভালো লাগছে না ...
ওহ্!

শরীরটা ভালো লাগছে না!
আমি কবিরাজকে খবর দিই!
ভাই! দুশ্চিন্তা করো না!
একটু খারাপ লাগছে। খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিলেই ঠিক হয়ে যাব!
আমার জন্য সবার আনন্দ নষ্ট করার দরকার নেই!
ভাইজান, আপনি শিকারে যান!
...
...
হুম?
?
আমাদের কেউ দেখবে না!
!

ভাবী!

অসহ্য! ওরা কতটা নির্লজ্জ!
বিশ্বাসঘাতক!

আমার ভাই দেশের সবচেয়ে ক্ষমতাবান মানুষ!
এরপরও তার বউ এসব করে ... আহ!
দুনিয়াতে এসব কী শুরু হলো!

ভাই, এখানে কী করছ!
ওহ!

ভাইয়া ...
আপনি ফিরে এসেছেন যে ...
তোমার জন্য চিন্তা হচ্ছিল! বরং তোমার জন্য কবিরাজ ডাকতে বলি!
তুমি অসুস্থ, তোমার বাইরে থাকা ঠিক নয়!

আপনার ঘরে গিয়ে দেখুন ...
ওহ্!

আহ্!
বিশ্বাসঘাতিনী!
আহ্!

দয়া করে ...
আমাকে মারবেন
না, দয়া করুন ...
মহামান্য ...
মহামান্য রাজা

তোমাদের খুন
করবো!
শয়তান... নির্লজ্জ
কোথাকার...

অসহ্য... আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে! সাহস কত ... হুঁ!
নির্লজ্জ নারী!
ভাইজান, দুঃখ করবেন না! প্রতিটি নারীই স্বামীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে!
মানে?
এই পৃথিবীতে কোনো নারীই বিশ্বস্ত নয়!
সবাই প্রেমের ভান করে...
এরা নিজেদের স্বামীদের ধোঁকা দেয় ...
উহ...
প্রিয় ভাই! তুমি নিশ্চয়ই বলতে চাইছ না...
ঠিকই অনুমান করেছেন! এ রকম ঘটনা আমার জীবনেও ঘটেছে! আমি ওদেরকে খুন করেছি!
এই জন্যেই তোমার মনে শান্তি ছিল না!
ঠিক বলেছেন ভাইজান!
পৃথিবীর সব নারীই তাদের নৈতিকতা হারিয়েছে!

আজ থেকে আমি আমার দেশের সব নারীকে হত্যা করব!
রাজা শাহরিয়ার তার উজিরকে নির্দেশ দিলেন, প্রতিদিন যেন একজন মেয়েকে রাণী হিসেবে প্রাসাদে নিয়ে আসে।
কিন্তু প্রতি রাত শেষে, রাজা তাকে ভোর বেলা হত্যা করেন।
সে সময় রাজার ছিল অসীম ক্ষমতা। জনগণের প্রতিরোধ কিংবা প্রতিবাদের সাহস ছিল না। কারো বাধা দেওয়ার ক্ষমতাও ছিল না।
কুমারী কন্যা হত্যার সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছিল। রাজ্যের মেয়েরা নিজেদের জীবন নিয়ে শংকিত ছিল।
কেবল উজিরের কন্যা একটুও ভয় পায়নি।
কী?
তুমি কি পাগল হয়েছ?
কেন তুমি রাণী হতে চাও?
তোমরা কি জানো না যে রাণীর আয়ু পরদিনই শেষ?
তাহলে কেন যেতে চাইছ?
বাবা, আমি সত্যিই চাই তুমি আমাকে রাণী হিসেবে বাদশার কাছে নিয়ে যাবে।
এ স্রেফ পাগলামি।
এ কখনোই হতে পারে না!
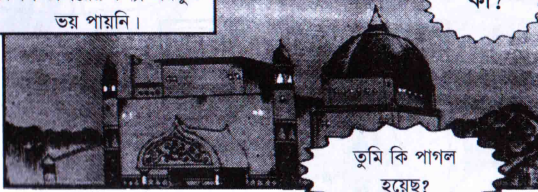
বাবা, আমার মনে হয় আমি সারাদেশের মেয়েদের জীবন বাঁচাতে পারব!
প্রতিদিন তিনি যে রানী নির্বাচন করেন তা বন্ধ করতে পারব। এতে অনেকেই রক্ষা পেয়ে যাবে, তাই না!
আমি স্বেচ্ছায় রাজপ্রাসাদে যেতে চাই!
আল্লাহ নিশ্চয়ই আমার ইচ্ছা পূরণ করবেন!
রাজা আমাকে হত্যা করতে পারবেন না!
শেহেরজাদী!

ওহ্ আল্লাহ ...
হায় আল্লাহ ওকে রক্ষা করো!
বাবা বড় আপাকে যেতে দিন! আমার বিশ্বাস তিনি যা বললেন তা করতে পারবেন!
দীর্ঘশ্বাস!
নীরবতাই সম্মতির লক্ষণ ...

হুম ...
তুমি কি নিজ থেকেই রানী হবার জন্য এসেছ?

তুমি আমার বিশ্বস্ত সভাসদের মেয়ে ...
আমি চাই না তার মেয়ে এ ধরনের শাস্তি পাক...
তুমি রাণী হলেও আমার আইন বদলাবে না। তোমাকেও আইন মেনে চলতে হবে। পরে আবার আফসোস করো না।
আমি আফসোস করব না!
কিন্তু আমার একটা আবেদন আছে!
আমার ছোট বোনকে আমি খুবই পছন্দ করি।
যেহেতু আগামীকালই মৃত্যু হবে আমার, তাই আপনার কাছে অনুরোধ আজ রাতে ওকে এখানে নিয়ে আসার অনুমতি দিন।
ঠিক আছে!

রাত
আপা, উঠে পড়!
জলদি ওঠো!
তুমি সব সময় মজার মজার গল্প বল।
সকাল হবার আগেই আমাকে একটা গল্প বল।
তোমার গল্প আমার খুব ভালো লাগে, কিন্তু তোমাকে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ছেড়ে চলে যেতে হবে!
যেহেতু সূর্য এখনও উঠেনি। কাজেই এই অনুরোধ রক্ষা না করার কোনও কারণ নেই।
হুম ... কিন্তু মহারাজ কি অনুমতি দিবেন?
জলদি বলো!
ঠিক আছে, শুরু করছি!
আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে শেহেরাজাদী তার গল্প বলা শুরু করল।
রাজা তার গল্প শুনে রীতিমতো মুগ্ধ ...
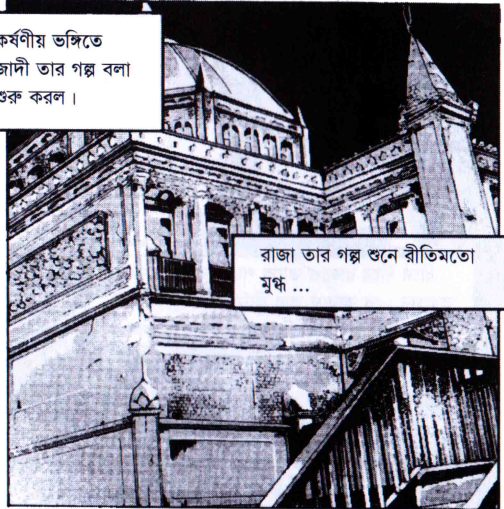
কিন্তু বলতে বলতে যখন গল্পের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশে চলে এলো ঠিক তখনই সূর্যোদয় হলো ...

# জেলের গল্প

হাসান নামে এক জেলে ছিল। তার ছিল স্ত্রী ও তিন সন্তান, পাঁচজনের পরিবারের সে ছিল একমাত্র উপার্জনকারী।
তার ছিল অদ্ভুত এক নিয়ম। একদিনে তিনবারের বেশি জাল ফেলত না।
একদিন, সূর্যোদয়ের আগে সে মাছ ধরার জন্য সাগর পারে চলে এলো।

আমার মনে হয় জালভর্তি মাছ উঠবে!
সময় হয়েছে জাল তোলার।
জালটা তো খুব ভারী! নিশ্চয় প্রচুর মাছ উঠেছে!

হায় আল্লাহ! এটা
... এটা একটা ...
একটা মরা গাধা?!!!

আল্লাহর নামে ছুঁড়ে দেওয়া
প্রথম জালে কিছুই ওঠেনি।

তবে আশা ছাড়িনি!
এখনও দু'টো সুযোগ আছে!
মেরে দাও!
কঠোর পরিশ্রম করো!
হু...ম। এবার নিশ্চয়ই কিছু পাওয়া যাবে!
এইবার দ্বিতীয়বার জাল ফেলার সময়!

আহা! এটা খুবই ভারী!
?!?
ওটা...

একটা মরা শূকর!
দ্বিতীয়বারও হলো না!
আমি সহজে হাল ছেড়ে দেয়ার পাত্র নই!
আবার চেষ্টা করব! কঠোর পরিশ্রম করলে নিশ্চয়ই ফল মিলবে।
ঠিক আছে! আরেকটা সুযোগ!
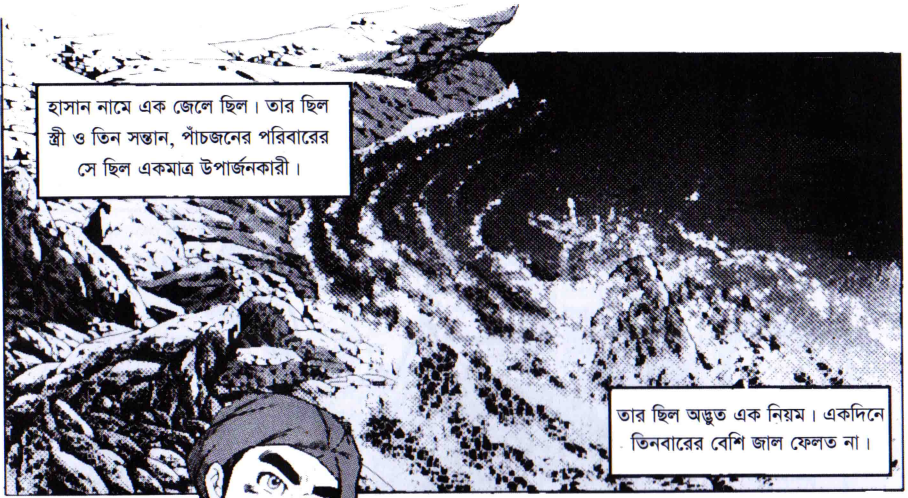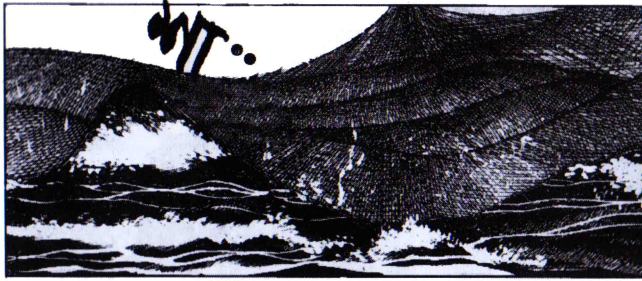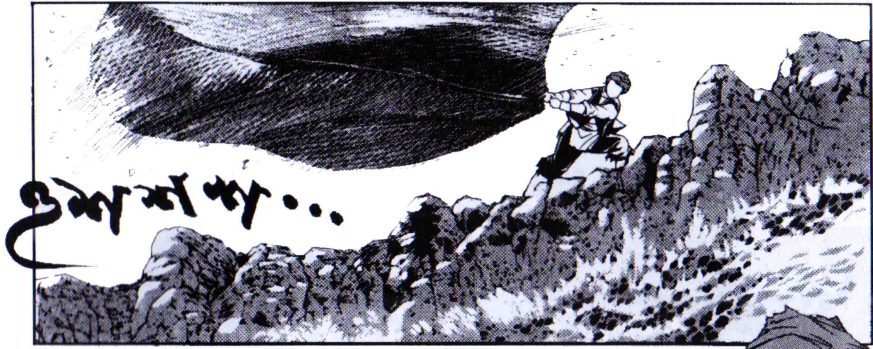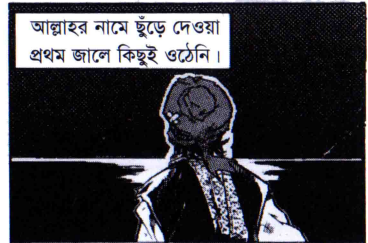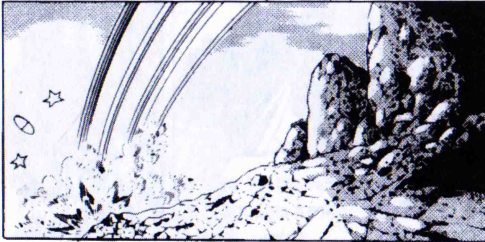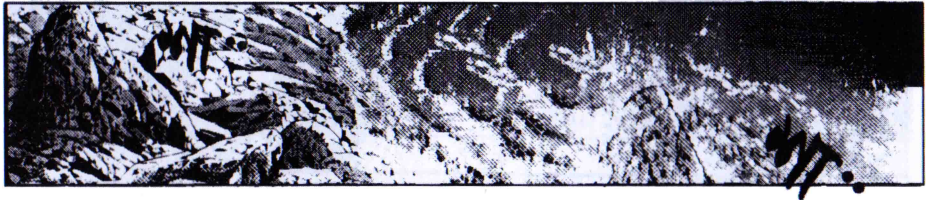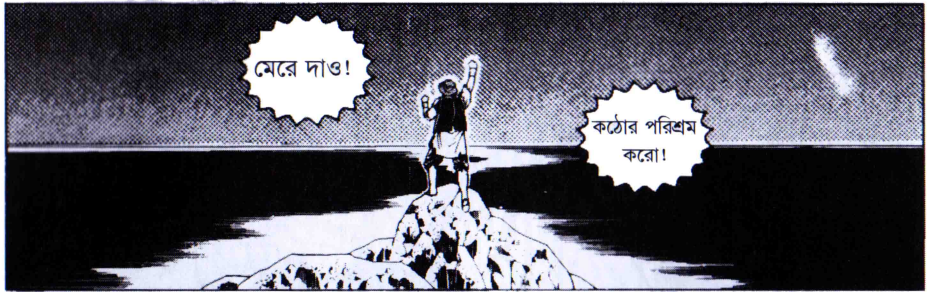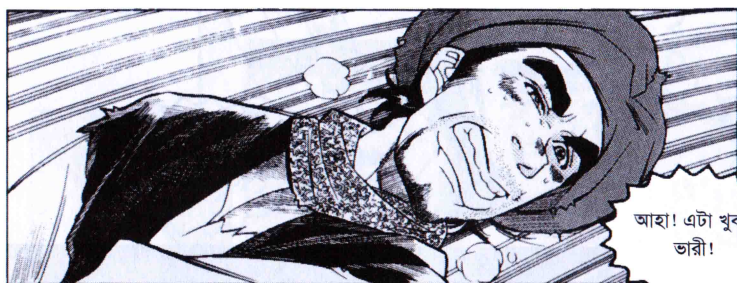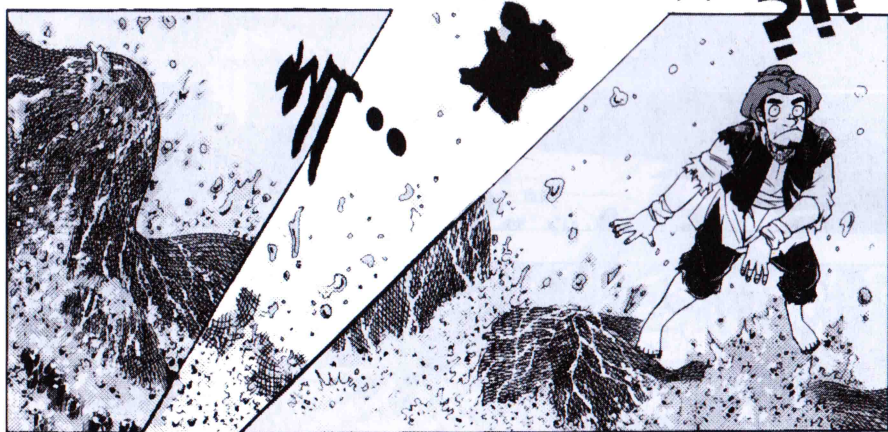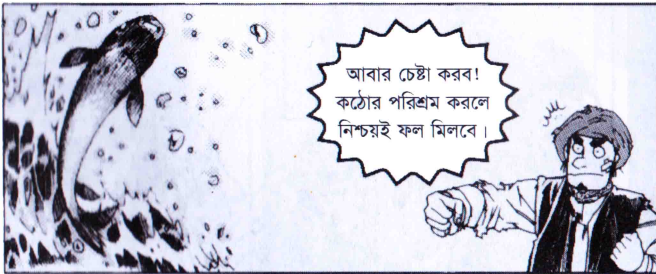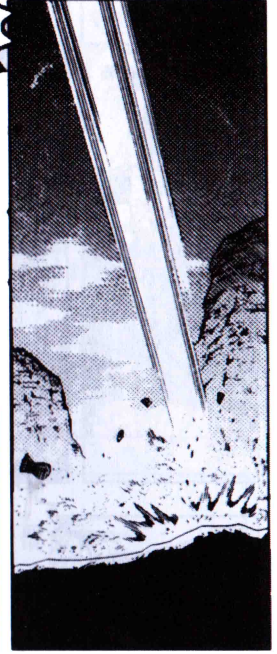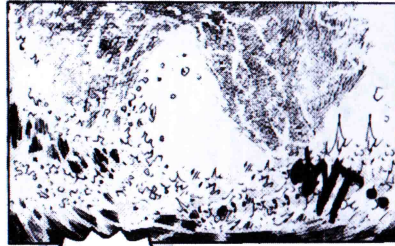
এক দুই তিন ...
আপ!
ওহ হো! জাল ছিঁড়ে গেছে!
দিনের শেষ জাল ফেলাটাও কাজে এলো না...
জালটাও হারিয়ে ফেলেছি ... উহ উহ ...
হুম ... এটা কী?

সুন্দর বোতল! মনে হচ্ছে
ভালো জিনিস...

চমৎকার! এটাকে বাজারে
বিক্রি করলে, ভালো দাম
পাওয়া যাবে!

বেশ ভারী। এর ভেতরে
কী আছে?

এটাকে খুলে
দেখি ...

উউ! কত্ত ধোঁয়া ...

হি হি হি ...

আমি অবশেষে বের হতে পেরেছি। আমি এখন মুক্ত।
ওরে বাবা! একটা দৈত্য!

আমি তোমাকে খুন করব!
এটা অন্যায়। এভাবে মরতে চাই না।
হি হি হি! তোমাকে খুন করব কারণ তুমিই আমাকে বাইরে এনেছ!
কেন... কেন তুমি আমাকে হত্যা করতে চাও? আমি না থাকলে তো বোতল থেকে বের হতে পারতে না।
তাহলে আমার গল্প শোন! এক সময় খুবই সুখে ছিলাম। মহান রাজা সলোমন আমাকে আদেশ দিয়েছিলেন, যেন তার আইন মেনে চলি। কিন্তু আমি বিদ্রোহ করেছিলাম। তাই তিনি আমাকে বোতলে বন্দি করে ফেলেন।
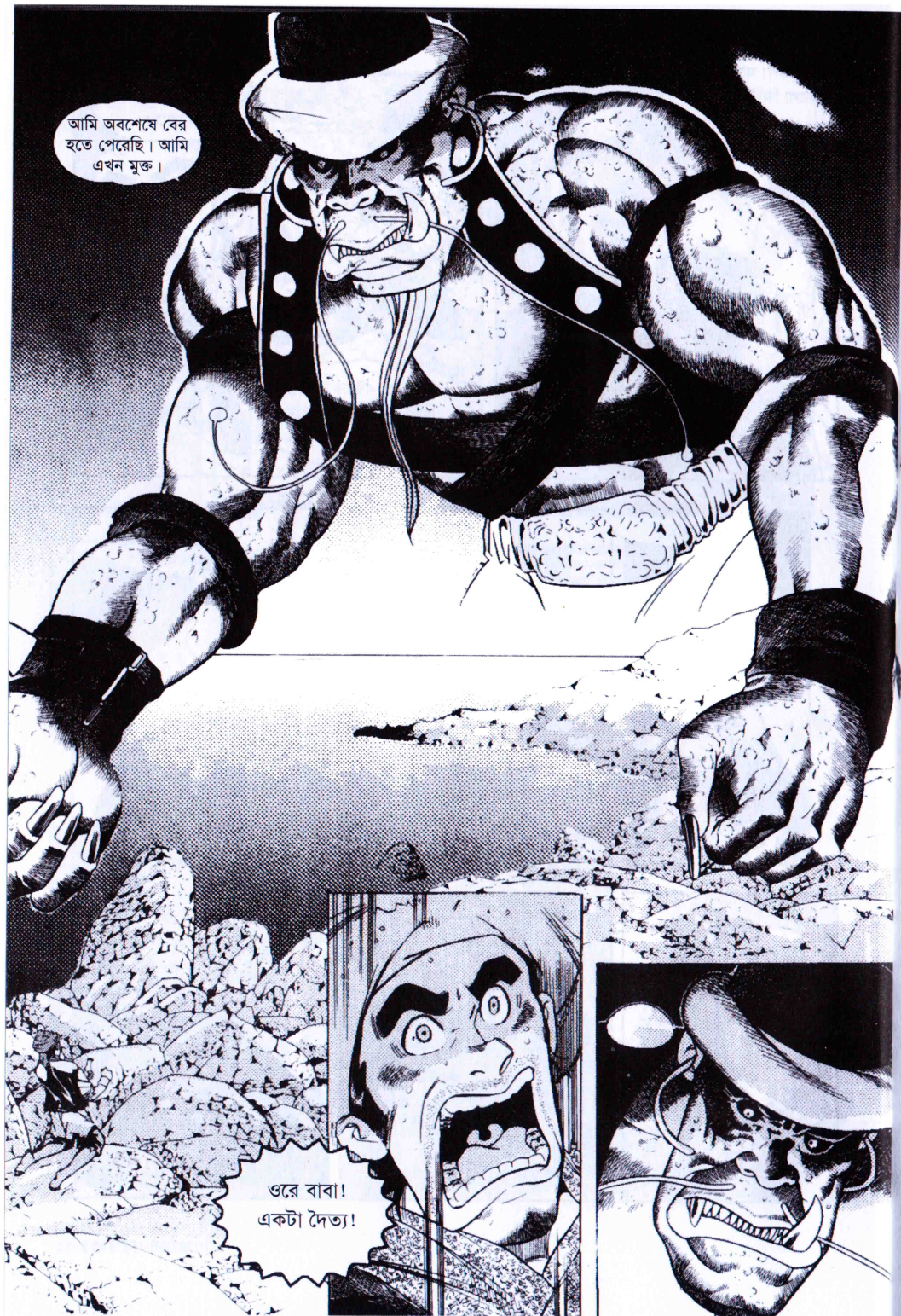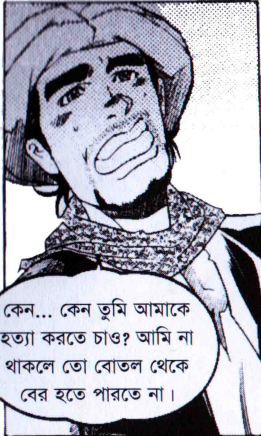
তিনি বোতলটাকেও সাগরে ছুঁড়ে মারলেন।
প্রথম একশ বছর আমার সেখানেই কাটলো ...
আমি প্রতিজ্ঞা করলাম যে আমাকে মুক্ত করবে তাকে সারা জীবনের জন্য ধনী করে দেব।
আমাকে মুক্ত করে দাও! আমাকে মুক্ত করো!
কিন্তু কেউ এলো না!
পরের একশ বছর চলে গেল। এবার প্রতিজ্ঞা করলাম, যে আমাকে বের করে আনবে, তাকে পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাবান করে মানুষ দেব!
আমাকে বের করে আনো!
এবারও ... কেউ আমাকে মুক্ত করল না!

তিনশ বছর পর নতুন আশা নিয়ে প্রতিজ্ঞা করলাম!
আমাকে যে মুক্ত করে দেবে, সে পৃথিবীর সবটুকু আনন্দ উপভোগ করবে!
বছর যায়, শত বছর, হাজার বছর ... কিন্তু কেউ আমাকে মুক্ত করে না ... এই অন্ধকারে সরু বোতলে দশ হাজার বছর আটক রইলাম আমি ...
কেউ এলো না... কেউ না...!
তারপর আমি একটা ভয়ংকর প্রতিজ্ঞা করলাম...

হাসান দৈত্যের দিকে তাকিয়ে থাকল অসহায়ভাবে...

হাসানের মাথায় চট করে একটা বুদ্ধি এলো!

মরার আগে আমার একটা প্রশ্ন আছে। এই বোতলটা এতো ছোট যে তোমার পায়ের কড়ে আঙ্গুলও ঢুকবে না। তাহলে কীভাবে তুমি এটার মধ্যে ঢুকলে?

তুমি আমার কথা বিশ্বাস করনি?

আ... আমি তোমাকে এর মধ্যে না দেখা পর্যন্ত বিশ্বাস করতে পারব না। মরে গেলেও এটা মেনে নেয়া যায় না।

হি হি ...

এটা খুবই সহজ। আমি তোমাকে করে দেখাচ্ছি।
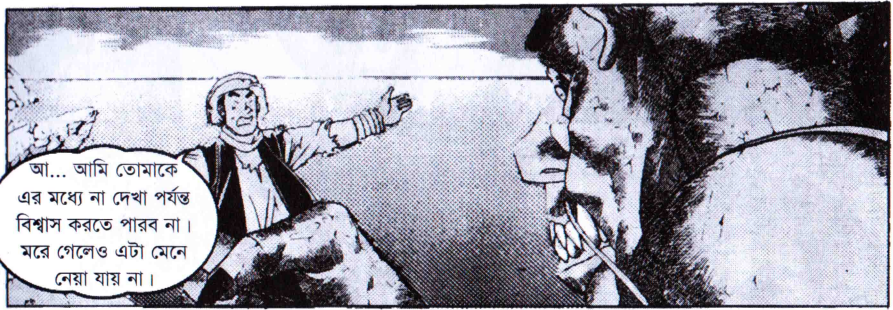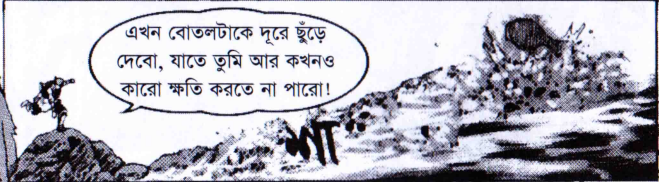
জলদি, বোতলের মুখটা বন্ধ করে দেই।
দেখ, আমি এর ভেতরে!
আমাকে ফাঁদে ফেলা হয়েছে। আমাকে বের করে আনো, বদমাশ আমাকে বের করে আনো!
এখন বোতলটাকে দূরে ছুঁড়ে দেবো, যাতে তুমি আর কখনও কারো ক্ষতি করতে না পারো!
বুদ্ধির গুণে হাসান নিজের জীবন বাঁচাল। কঠোর পরিশ্রম করে মাছ ধরে সে সৎভাবে জীবনযাপন করতে লাগল।

# জলপাই রহস্য
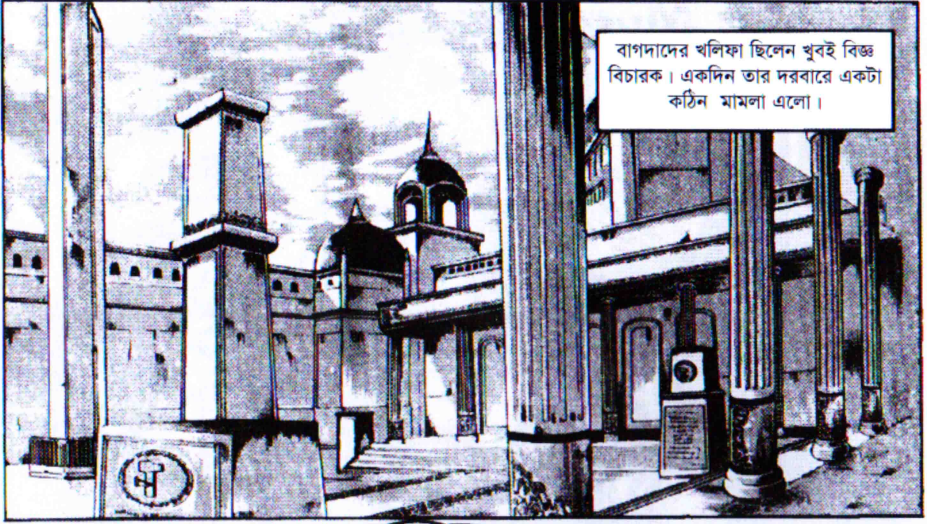
বাগদাদের খলিফা ছিলেন খুবই বিজ্ঞ বিচারক। একদিন তার দরবারে একটা কঠিন মামলা এলো।
মহামান্য খলিফা, সালেহ আমার এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা চুরি করেছে। ওর বিরুদ্ধে মামলা করব।
সালেহ?
স্বর্ণমুদ্রা চুরির জন্য সালেহর বিরুদ্ধে কেন মামলা করতে চাও?
মহামান্য খলিফা, সাত বছর আগে হজ্জ করার জন্য মক্কা গিয়েছিলাম। যাবার আগে সালেহ'র সরাইখানায় এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা জমা রেখেছিলাম।
ঘটনাটা শুরু থেকে বলো।

সাত বছর পর ফিরে এসে
দেখি আমার স্বর্ণমুদ্রা
গায়েব...
এর বদলে কয়েকটি
জলপাই পড়ে আছে।

হুম ... জলপাই?
সাত বছর ধরে এই জলপাই
রাখা ছিল?
আমি একটু
দেখতে চাই।

এই সেই
জলপাইগুলো...

আহ্ ... সুস্বাদু...

হুম...
সুস্বাদু!
সাত বছর রাখার পরও
কী জলপাইয়ের স্বাদ
এতো মজার হতে পারে?
হুম... এর
মধ্যে রহস্য
আছে...
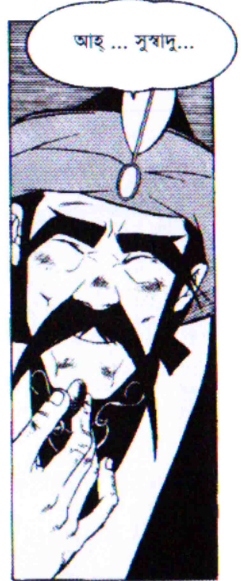
ঠিক আছে, আমি এই মামলাটি দেখব।
তুমি ন্যায়বিচার পাবে!
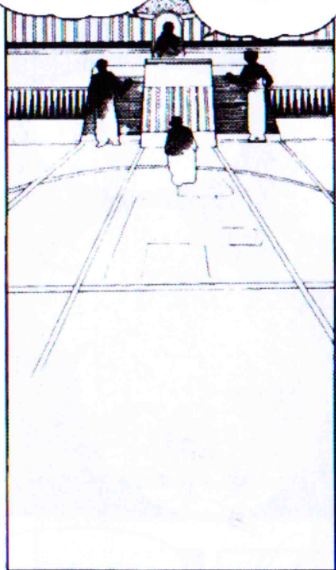
ধন্যবাদ, মহামান্য খলিফা!
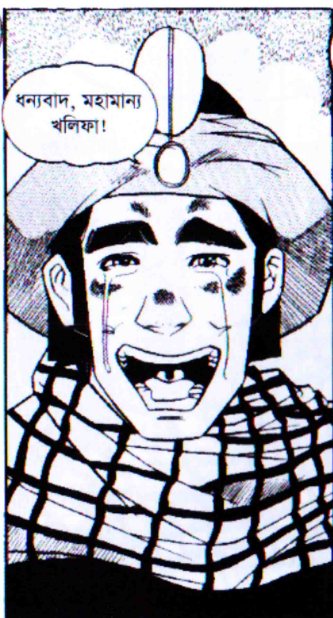
পরদিন বিচারশালায় আসার জন্য সালেহকে নির্দেশ দেওয়া হলো।
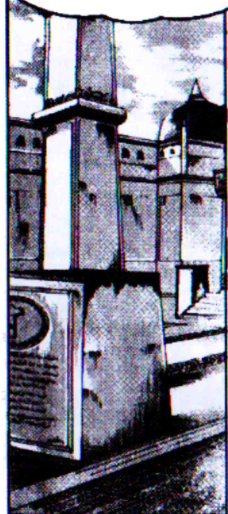
পরদিন........

প্রভু, আপনি আলী কোগিয়ার মামলাটি কেন নিলেন?
তার অভিযোগ, একজন তার এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা চুরি করেছে। যদিও কোনো সাক্ষী নেই।

কয়েক মাসে আগে, মামলাটি বাতিল অথবা স্থগিত করা হয়েছে।
এই মামলার কথা শহরের সবাই জানে...
সবার ধারণা এটা জোচ্চুরি...

এই মামলায় একটি জটিল সমস্যা আছে।

আহ,
দৌড়াও!
এ্যাহ!
যে সবার আগে পৌছাবে সে রাজা হবে!
হাহ!

এই, চলো, বিচার বিচার খেলি!
হ্যাঁ!
আমিও খেলতে চাই।

ঠিক আছে আমি বিচারক!
আমি জলপাই ব্যবসায়ী!
আমি আলী কোগিয়া!
আমি ব্যবসায়ী!

তুমি বিচারক হতে পারো না!

এই তুমি আমাকে মারলে কেন? মেয়েরা কি বিচারক হতে পারে না?
এসব গ্রাহ্য করি না, আমিই বিচারক।
আমিই বিচারক!
বাচ্চারাও এই মামলার কথা সম্পর্কে জানে।

শুরু করো!

মহামান্য বিচারক, আমার এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা চুরির জন্য ওর বিচার চাই!
আমি করিনি! আমি নই!
প্রভু, দয়া করে আমাকে জেলে নেবেন না!
আমার উচিত খারাপ মাল গছিয়ে দেয়ার জন্য, তার বিরুদ্ধে মামলা করা!
ঝগড়া থামাও!
এসব কী হচ্ছে? আমাকে পুরো ঘটনা বিস্তারিত বলো!
সাত বছর আগে হজ্জ করার জন্য আমি মক্কা গিয়েছিলাম। যাবার আগে আমি এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা একটা জলপাইয়ের বোতলে...
মুখ আটকে তার সরাইখানায় জমা রেখে যাই ... কিন্তু ...
সাত বছর পর, যখন ফিরে এলাম, তখন দেখি...
এর ভেতরে একটা স্বর্ণের মুদ্রাও নেই। শুধু কয়েকটা জলপাই আছে।
আমার সন্দেহ, সে আমার স্বর্ণমুদ্রা চুরি করেছে!
আমাকে সন্দেহ? তোমার মাথা ঠিক আছে তো?
তারপরও তুমি আমার কাছে স্বর্ণমুদ্রা দাবি করছ! যখন এগুলো ছিলই না। বোকা না কি তুমি?
এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা হাপিশ।
সাত বছর আগে, নিজের হাতে জলপাইয়ের বোতল লুকিয়ে রেখেছিলে। সাত বছর পর নিজেই সে বোতল খুলেছ।
কেন তুমি হিরের টুকরো কিংবা মুক্তা চাইছ না?

তোমার সাহস কত
আদালতে চেঁচামেচি
করো!

প্রহরী জলপাইয়ের
বোতলটি নিয়ে
এসো!
জ্বী,
আনছি!

মহামান্য,
জলপাইয়ের
বোতল!
হুম... আমি একটু
জলপাই চেখে দেখি!

বেশ স্বাদ
আছে তো!
এটা সাত বছর আগের
জলপাই না।

আমি নিশ্চিত, এটা এ
বছরের জলপাই।
কী বলছ
তুমি?

হুম!

জলপাইয়ের ব্যবসায়ীকে ডেকে পাঠাও।
তুমি কি জানো জলপাই কতদিন পর্যন্ত রেখে দিলে স্বাদ ঠিক থাকে?
মহামান্য, আমি একজন জলপাই ব্যবসায়ী।
মহামান্য, আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি, তিন বছর পর্যন্ত জলপাই সংরক্ষণ করা যায়।
তিন বছর?
তার মানে তুমি বলছ, তিন বছর পর জলপাইয়ের স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়।
ঠিক আছে এই জলপাইগুলো পরীক্ষা করে আমাকে জানাও, কতদিন ধরে এগুলো বোতলে রাখা হয়েছে।
আহ!
জলপাই খুবই সুস্বাদু... বেশ তাজা।
তাজা? তুমি ভুল করছ না তো? আলী কোগিয়া বলছিল সাত বছর ধরে জলপাইগুলো ওখানে আছে!
মহামান্য বিচারক, এই জলপাইগুলো খুবই তাজা। এ বছরই এগুলো গাছ থেকে পাড়া হয়েছে!
আশা করি বিষয়টি তুমি প্রমাণ করে দেখাতে পারবে।
তাই নাকি?
এতে এটাই প্রমাণ হয় যে, আলী কোগিয়া আসার আগে কেউ বোতলটা বদলে দিয়েছে।
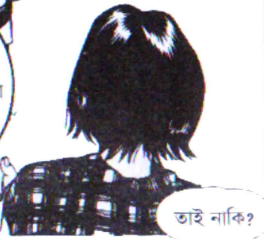
হা... দেখলে তো আমি এই সন্দেহটাই করছিলাম!
খুবই চালাক বাচ্চা! বিচারটা অসাধারণ হয়েছে।
হা... খুব ভালো করেছ, ভালো করেছ!
ওহ্?
এই বুড়ো লোকটাকে এর আগে দেখিনি...
মামনি, তোমার নাম কি? তোমার বয়স কতো?
আট!
আট বছর বয়স? হা হা... আট বছরেই তুমি চমৎকার মামলার উপযুক্ত বিচার করলে। বড় হলে না জানি কত চমক দেবে? হা হা ...
এসো, লক্ষ্মী মেয়ে। আমাকে বলো তুমি কি আলী কোগিয়াকে সাহায্য করতে চাও?
আলী কোগিয়া!
হ্যাঁ, হ্যাঁ!
উনি খুবই ভালো মানুষ!
খুবই ভালো মানুষ। আমরা চাই উনি যেন ন্যায়বিচার পান!
তোমরা তো পাঁচজন ছিলে?
আরেকজন কোথায় গেল?

তোমরা দুজনে শোন!
আমি এই মেয়েটিকে বিচারের দায়িত্ব দিয়েছি। ও নিশ্চয়ই ন্যায়বিচার করবে!
ঘটনাটি আবার বলো।
কোনো সমস্যা হলে আমি ওকে সাহায্য করব।
আলী কোগিয়া
সালেহ
ঠিক আছে, মহামান্য বিচারক।
...
...

সাত বছর আগে হজ্জ করার জন্য মক্কা গিয়েছিলাম। যাবার আগে, আমি এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা জলপাইয়ের বোতলে লুকিয়ে ওর সরাইখানায় রেখে যাই। সাত বছর পর ফিরে দেখি স্বর্ণমুদ্রা নেই...
এর বদলে কিছু নষ্ট জলপাই আর কিছু তাজা জলপাই পেলাম।
আমার সন্দেহ ও আমার স্বর্ণমুদ্রা চুরি করেছে!
মহামান্য বিচারক, আমি এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা নেইনি!
নির্বোধের কথা আপনি শুনবেন না বিচারক!
সে নিজেই সাত বছর আগে বোতল রেখে গিয়েছিল এবং ফিরে আসার পর নিজেই বের করেছে!
এখন ওগুলো নষ্ট হবার পর আমাকে দোষী বলছে...
ব্যাপারটা হাস্যকর!
খোদার কসম খেয়ে বলছি আমি নির্দোষ...
দাঁড়াও।
জলপাইয়ের বোতলটা দেখ!
কী?
এটা জলপাইয়ের বোতল।
হুম... এর ভেতরে এখনও জলপাই আছে।

খেয়ে দেখি!
বেশ তাজা জলপাই!

?

সাত বছর রাখার পরও কি জলপাই তাজা থাকে?
না।
জলপাই ব্যবসায়ীদের খবর দাও!

তোমরা দু'জন এ দেশের সবচেয়ে নামকরা জলপাই বিশেষজ্ঞ।
আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন মহামান্য খলিফা!
জলপাইগুলো পরীক্ষা করে আমাকে বলো যে, কতদিন ধরে এগুলো রাখা হয়েছে।

মহামান্য, এগুলো এ বছরের ফল!
অসম্ভব!
আলী কোগিয়া সাত বছর আগে এগুলো রেখেছিল!
ছোট্ট বন্ধু, এই জলপাইগুলো এ বছরই জন্মেছে।
আমার ৪০ বছরের অভিজ্ঞতায় নিশ্চিত করে এটা বলতে পারি।
ঠিকই বলেছে। যে কোনো জলপাই ব্যবসায়ী একই কথা বলবে!
উউ! তাহলে সে'ই সবগুলো স্বর্ণমুদ্রা লুকিয়ে রেখেছে।
এখন, যদি আমি এগুলোর বদলে জলপাই রাখি তাহলে এই স্বর্ণমুদ্রাগুলো আমার হবে ...হা হা...
আমি ধনী হয়ে গেছি ... ধনী হয়ে গেছি ...

এটা প্রমাণ হয় যে, আলী কোগিয়া আসার আগে কেউ স্বর্ণমুদ্রার বদলে জলপাই রেখেছিল!
কী!
আর তুমিই সেই অপকর্মটি করেছ!
মহামান্য বিচারক, আমাকে বাঁচান, লোভে পড়েই আমি এ কাজ করেছি।

প্রহরী, ওকে কারাগারে ঢোকাও ওর শাস্তি হবে!

ধন্যবাদ মহামান্য বিচারক!
একটু আগে আপনি যে অসামান্য বিচার করলেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ!

আলী কোগিয়া তার স্বর্ণমুদ্রা ফেরত পেল।
বাগদাদবাসী বিজ্ঞ বিচারকের ন্যায়বিচারের জন্য প্রান খুলে প্রশংসা করল।

# নাপিতের গল্প

Barber
রুবাই শহরে এক নাপিত বাস করত। প্রায়ই সে সবাইকে নিজের ভাইদের গল্প শোনাত।
এটা তার ছয় নম্বর ভাইয়ের গল্প।
গল্পের নায়ক হলে শাকাবাক।

খুবই দরিদ্রভাবে জীবনযাপন করত আর কোনো কাজ জানত না বলেই...
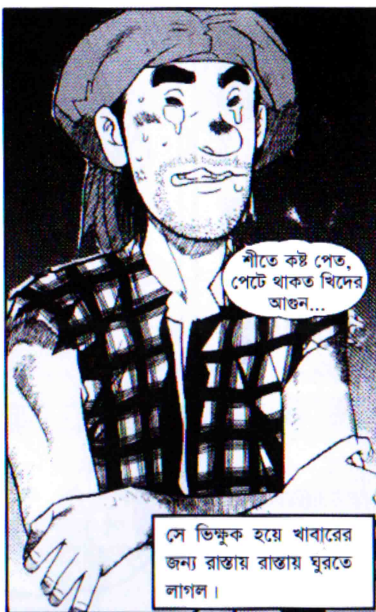
শীতে কষ্ট পেত, পেটে থাকত খিদের আগুন...
সে ভিক্ষুক হয়ে খাবারের জন্য রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে লাগল।

উঃ!

কী সুন্দর বাড়ি! এখানে নিশ্চয়ই খাবার মিলবে!

এ বাড়ির মালিক কে?

তুমি কোত্থেকে এসেছ?

ওয়াও... ধনী লোকের বাগান এরকমই হয়!

বেশ! বেশ!

কেমন আছ! আমার বাড়িতে যখন এসে পড়েছ তখন তুমি আমার অতিথি। তোমার যা দরকার নিঃসঙ্কোচে বলো!
মাননীয় প্রভু! আমাকে সাহায্য করুন! গত তিন দিন ধরে আমি কিছুই খাইনি!
ওহ! খুবই দুঃখের!
এই কে আছিস, পানির গামলা নিয়ে আয়!
এখানে পানি আছে! খাবার আগে এসো হাত দুটো ধুয়ে নেই।
পানি?
এসো হাত ধুই!
পানি? কোথায় পানি?
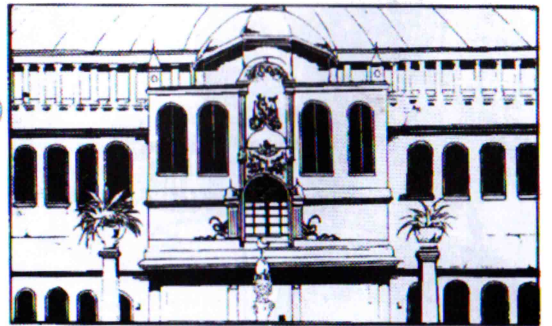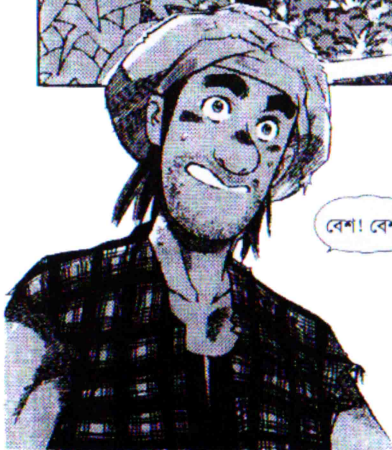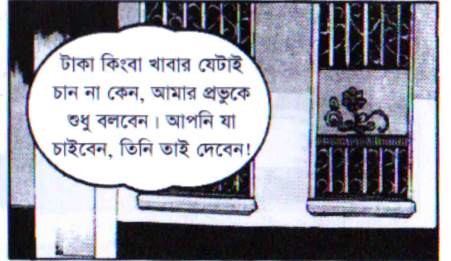
সে কী আমাকে বোকা
বানাচ্ছে? হায়... গরিব হবার
জন্য কাকে দোষ দেব...

আমি ধুয়ে
নিচ্ছি!
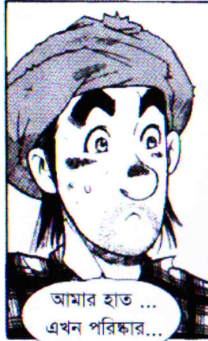
আমার হাত ...
এখন পরিষ্কার...

এসো, তোয়ালে
দিয়ে তোমার ভিজা
হাত মুছে নাও!

তোয়ালেটা বিদেশ থেকে বিশেষ
ফরমাশ দিয়ে আনা হয়েছে। দেখ
কেমন চমৎকার নকশা করা আছে
এতে। এই যে প্রজাপতি, দেখতে
খুব সুন্দর না?
হা ... হা ... সত্যিই
খুব সুন্দর...

এই তাড়াতাড়ি খাবার
নিয়ে এসো। মেহমানকে
এতক্ষণ বসিয়ে রাখতে
পারি না!

খাবার ...

শেষ পর্যন্ত খাবার
খেতে পারব... হা হা...
আমি সত্যি খুবই খুশি...

দেখ কত খাবার। রুটি, মাংস, মাছের ঝোল, আরও কত কি! গরম থাকতে থাকতে খেয়ে নাও!

আর না!

খাচ্ছ না কেন? তুমি না বলেছিলে তিন দিন কিছুই খাওনি?

আমি ... আমার ক্ষুধা নেই...
পেট যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে...

উহ্ ... হয় সে মজা করতে পছন্দ করে অথবা তার মাথাটাই গেছে খারাপ হয়ে!

রুটিগুলো খুবই সুস্বাদু
আর নরম! সত্যিই
দারুণ সুস্বাদু!

তুমিও একটা নাও!

খেতে কেমন
লাগছে?
হুম ... আহা! এমন সুস্বাদু
আর মিষ্টি রুটি আমি এর আগে
খাইনি!

নাও, কচি গরুর মাংস
খেয়ে দেখ, এখানে মুরগির
ঝোলও আছে!

আমি খাব ... হা হা
... আমি খাচ্ছি...

...পেট ভরে
গেছে ...

কাতরাচ্ছে...

উহ্... অনেক খেয়েছি ...

এসো, কিছু ফল আর মিষ্টি খাই!

হুম, আপেলটা দারুণ তাজা আর মজার!

বসে আছ কেন? মন ভরে খাও!

আমার... আমার পেট ভরে গেছে, আমি আর কিছুই খেতে পারব না!

ও তাই ...
কাতরাচ্ছে...

এসো, একটু মদ খাই!

দয়া করে আমার জন্য ভাববেন না! যে খাবার খেয়েছি তাতে আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব, কিন্তু আমি মদে অভ্যস্ত নই। মাতাল হয়ে যেতে পারি...
আমার সঙ্গে একটু ফুর্তি করবে না! এসো তোমার কাপ ভরে দেই!
কিন্তু ...
ও আর কতক্ষণ আমার সঙ্গে এমন মশকরা করবে?
এসো, কাপগুলি খালি করি!
আমি পান করব তারপর!
আমি মদ পান করেছি! এখন চলে যেতে চাই!
মদটা কেমন লাগল?

অসাধারণ! এত
মজার মদ জীবনেও
পান করিনি!
হা হা... আমি
মাতাল হয়ে গেছি!
বাপ্...

আর সহ্য করতে
পারব না...

শয়তান বুড়ো!

হা হা! তুমি কি
রাগ করেছ?

শ্রদ্ধেয় মালিক, আমার মতো দাসকে আপনার বাড়িতে ঢোকার অনুমতি দিয়েছেন আর খেতে দিয়েছেন সুস্বাদু খাবার। কিন্তু আপনার উচিত ছিল শুধু খাবার দেওয়া, মদ নয়। আপনাকে আগেই বলেছিলাম এগুলো খেলে আমি মাতাল হয়ে যেতে পারি... দয়া করে আমাকে মাফ করে দিন।

হুমম ...

হাহাহা আ!
তোমার কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত!
তোমার মতো একজনের জন্য দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করছি!
তুমি খুবই ধৈর্যশীল এবং আমার সকল কার্যকলাপের মুখোমুখি হওয়ার মত বুদ্ধিমত্তা তোমার আছে এবং আমার অযৌক্তিক কৌশলগুলো সহ্য করতেও পেরেছ!
যাহোক, আমার বাড়িতে থাকো। খাবারের জন্য একটুও ভাবতে হবে না!
এসো, এসো! সত্যিকারের ভোজ এখনই শুরু হবে!
উহ্ ... চাকুম ... চুকুম ... আমার যন্ত্রণার দিন শেষ হলো ... খাবারগুলো সত্যিই সুস্বাদু!

যাঁরা ধৈর্যশীল ও সংযত তাঁরাই শেষ পর্যন্ত জীবনে সাফল্যের দেখা পান।

আলাদীন ও তার জাদুর
চেরাগ

ওহ্?
এই ছেলে!
এই বাচ্চা!
আপনি আমাকে ডেকেছেন?
হ্যাঁ!
খোকা, আমার একটা উপকার করবে?
আমাকে সাহায্য করলে, এই স্বর্ণমুদ্রাগুলো তুমি পাবে।
অনেকগুলো স্বর্ণমুদ্রা!
আমাকে কী করতে হবে?
আপনাকে সাহায্য করতে পারলে খুশি হবো!
ও ছোট্ট সোনামানিক! আমার সঙ্গে এসো!

ওহে বুড়ো...
আমরা কোথায় যাচ্ছি?
হুম ...
হা ...আমি তোমাকে সুন্দর একটা জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি।
সুন্দর জায়গাটি কোথায়?
!
আহ্...
?
এখানে...
আপনি কী খুঁজছেন...
চুপ করে থাকো!
০ ০০

আমিলোল ...

ঝুম্মম..
ওয়াও..

!
বাঁচাও!

চিৎকার
করো না!

দেখ!
এই চমৎকার
জায়গাটি দেখ!

পবিত্র পাতাল ভূমি!
হা, হা ... খোকা, এই দরজার পিছনেই রয়েছে গুপ্তধনের ঘর। এটা তোমাকে রাজার চেয়েও ধনী করে দিতে পারে!
গুপ্তধনের ঘর ...
একমাত্র তুমিই এ দরজা খুলতে পারবে!

আমি?

সত্যিই কী এর ভেতরে গুপ্তধন আছে?

এসো! হাঁটু গেড়ে বসো! শ্রদ্ধার সঙ্গে তোমার মায়ের নাম নাও এই দরজাটি খুলে যাবে!

ঢুমঢ়
ঢুমঢ়...

!
!
এটা খুলছে! ওহো খুলে গেছে!
ছোট্ট বাবু, যাও ভেতরে যাও। ওখানে একটা তেলের চেরাগ আছে। ওটা আমাকে দেবে আর বাকি সব সম্পদ তোমার।
ভেতরে অন্ধকার...
ভয় পাচ্ছ কেন? আমি এখানে আছি! তাড়াতাড়ি যাও!

ভেতরে যাও!

?

ধপ..
!
ওয়া..
অন্ধকার
হায় হায়... আমি উপরে উঠবো কী করে...?
এখানে যখন এসেই পড়েছি, চারপাশটা ভালো করে দেখে নেওয়া যাক...

সত্যিই তো
গুপ্তধনের ঘর!
গাছগুলো পর্যন্ত
স্বর্ণের তৈরী!
অসাধারণ!
মণি, মুক্তা-হীরা!
মায়ের জন্য
নিয়ে যাব!
ওহ্!
তেলের চেরাগ!
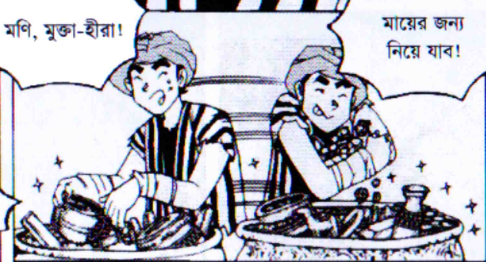
অ্যাই বুড়ো...

হা! তুমি কী তেলের চেরাগ পেয়েছ?
আমি উপরে উঠতে পারছি না...
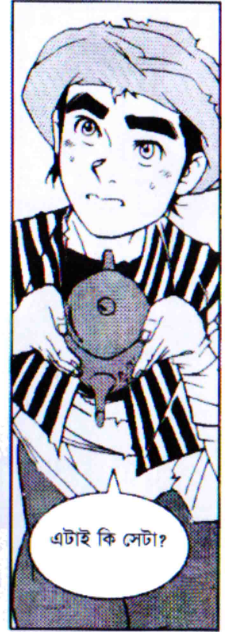
এটাই কি সেটা?

হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাই!!!
আমাকে দাও!

ওটা আমার দিকে ছুঁড়ে দাও, আমি তোমাকে টেনে উপরে তুলব।
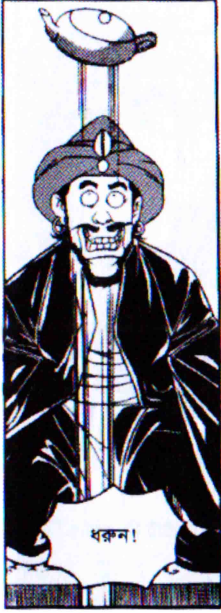
আহা! হা... শেষ পর্যন্ত জাদুর চেরাগ... পেয়ে গেলাম।
এখন সারা পৃথিবীর ক্ষমতা আর সম্পদের মালিক হবো আমি। আমাকে দেখে সবাই মাথা নিচু করবে!
ধরুন!
হাহা...
বুড়ো, তুমি এখনও আমাকে উপরে উঠাওনি।
ওহো... বোকা ছেলে,তুমি এখনও বোঝনি। তোমাকে তো আমি শুধু ব্যবহার করেছি।
আসলে, আমি এক জাদুকর!
আমি অনেক দিন থেকেই তোমার পেছনে লেগেছিলাম। আর এই গুহায় নিয়ে আসার জন্য, তোমার চেয়ে ভালো আর কাউকে পেলাম না।
আমার কাজ হয়ে গেছে। তোমাকে আর দরকার নেই।
আলামিয়ামোতালো
তুমি এর ভেতরে, সব গুপ্তধনের সাথে সারাজীবন আটকে থাক।
কী? তুমি...

অন্ধকার

ওহ হো!
গেছিরে!
সূর্যের আলো! এখান দিয়ে তাহলে আবার উপরে যাওয়া যাবে।
কী বিশাল গাছ!

আমি ঠিকই ধরেছি! এখান থেকেই মাটির শুরু!

হি... মেঘও দেখা যাচ্ছে ... হা!
হুম ... তেলের চেরাগ!

ফুঃ!

আগেরটার চেয়ে... এটা পুরনো!
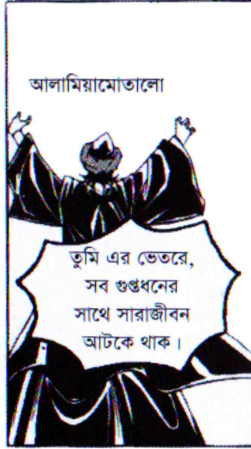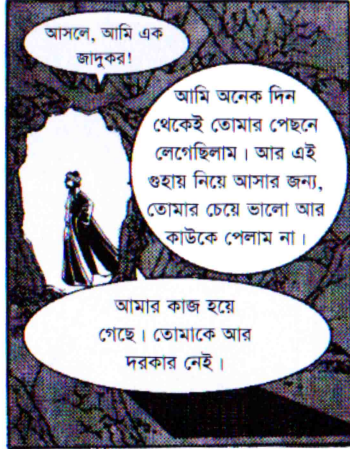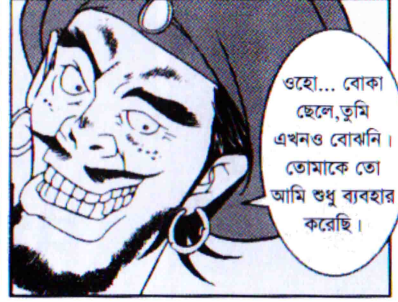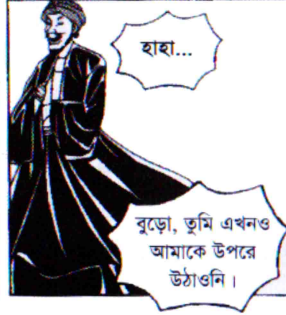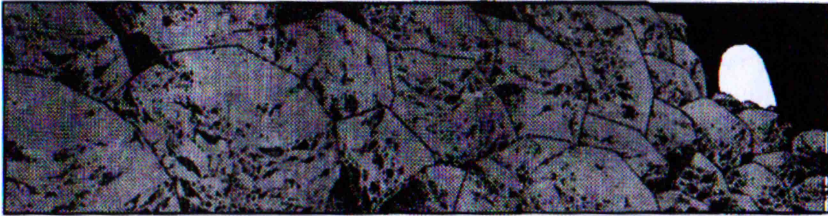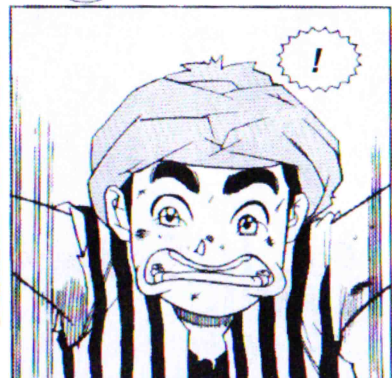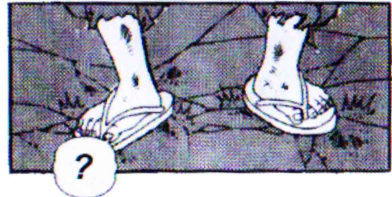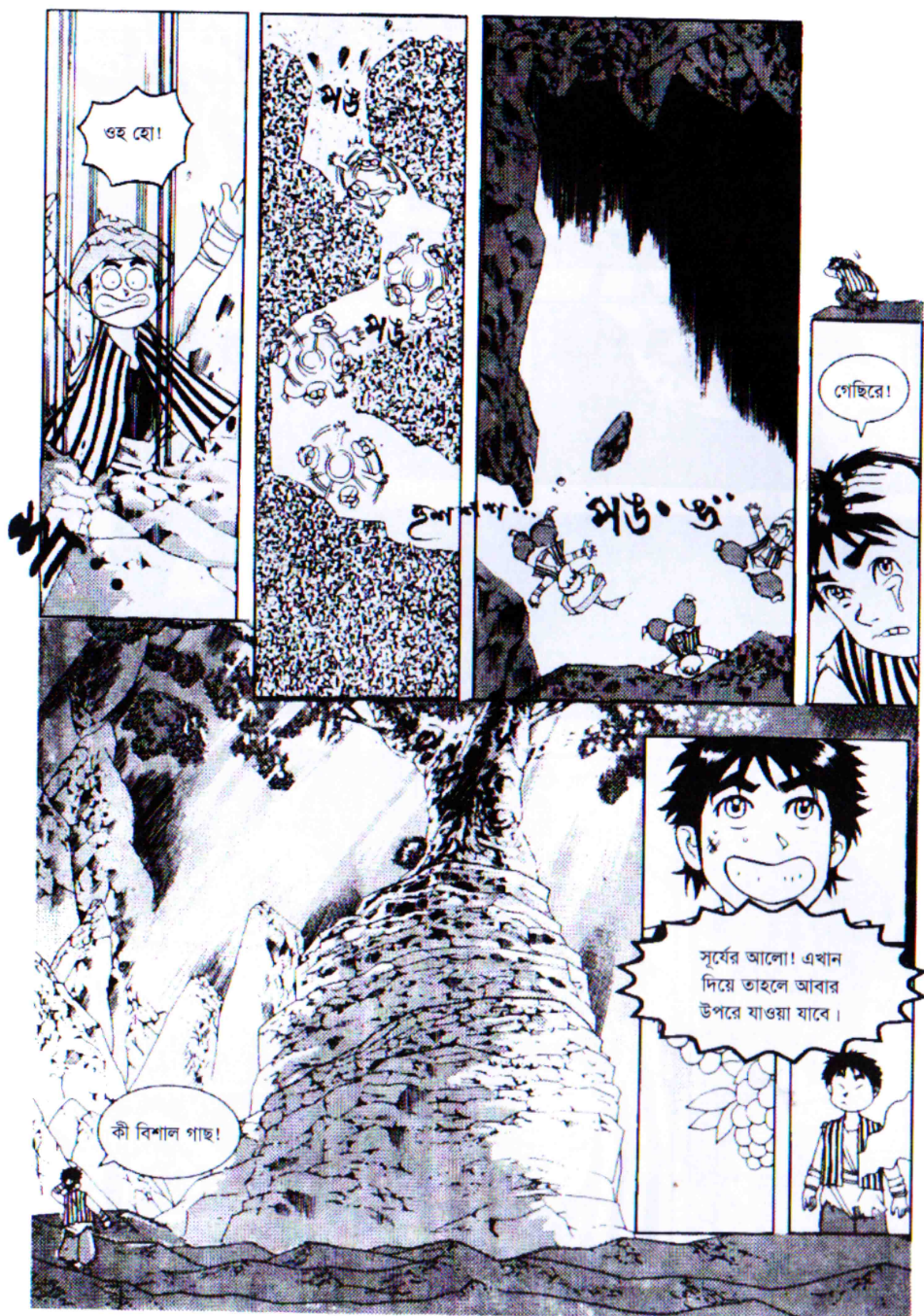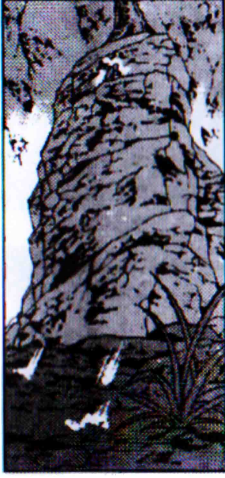
জীবন বাঁচানোর জন্য ছুটতে গিয়ে সব হীরা-মানিক পড়ে গেল।
আমি শুধু এই চেরাগটাই বাড়ি নিয়ে যাব।

ওহ্। বড্ড
ক্লান্ত হয়ে
গেছি!

বাহ্,
ফলগুলো তো
বেশ সুস্বাদু।

ওহ; চেরাগটা
হাত থেকে পড়ে
গেল!

... ...

যাক ওটা!
পুরনো একটা
চেরাগ ছিল!

?

ওয়াও!

বাঁচাও!

উহু... বাঁচাও!

মাগো, বাঁচাও!

শা
শা··ক··
?
ওয়া··
দৈত্য!
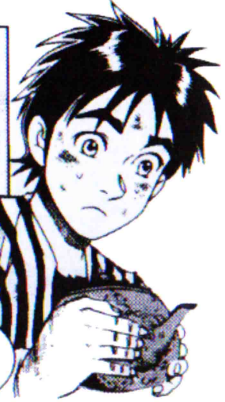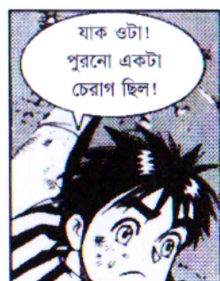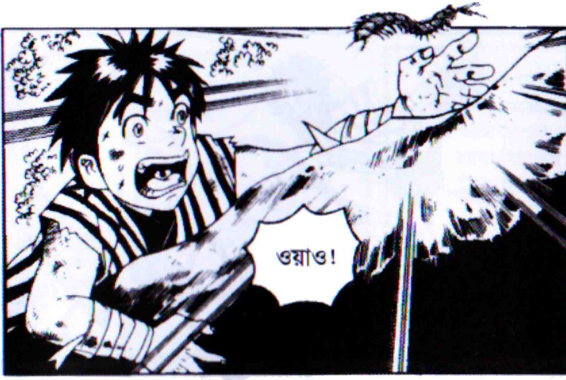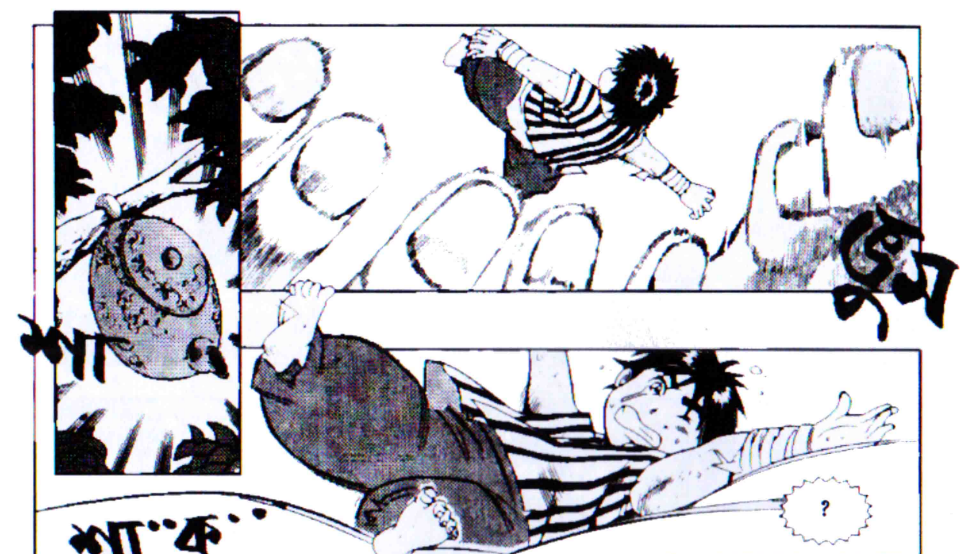
আমার ছোট্ট প্রভু, আমি ভয়ংকর দৈত্য নই! আমি চেরাগের দৈত্য!
হ্যাঁ ... আমার ছোট্ট প্রভু, আমি আপনাকে সাহায্য করব! আপনার সব ইচ্ছা পূরণ করব!
আমাকে বাড়ি নিয়ে চলো! আমি বাড়ি যাবো!
হা হা! এটাতো... খুব সহজ কাজ!
চেরাগের দৈত্য! এরা তো মানুষের কোনো ক্ষতি করে না...
তুমি কী আমাকে সাহায্য করার জন্য এখানে এসেছ?
ছোট্ট প্রভু, আপনি কি প্রস্তুত?
হ্যাঁ!
চলুন!
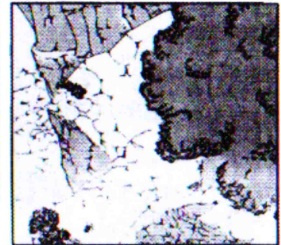
আলাদীনকে কাঁধে তুলে নেয় জাদুর চেরাগের দৈত্য। আলাদীন মেঘের রাজ্যে পৌঁছে যায়। তারপর ধীরে ধীরে নিচে নেমে আসে। আকাশ থেকে চলে আসে পৃথিবীতে। তারপর ওদের শহরে।

বাড়ি ফিরে, আলাদীন তার নতুন বন্ধুর সঙ্গে মায়ের পরিচয় করিয়ে দেয়। ছেলেকে না পেয়ে মা খুব...
তুমি নিরাপদে ফিরে এসেছ আমি খুব খুশী হয়েছি!
আমার সঙ্গে একজন বন্ধু আছে! সেই আমাকে বাঁচিয়েছে ...
ওহ্, সে তোমাকে বাঁচিয়েছে? ওকে ভেতরে নিয়ে এসো!
ওয়াও!
এটা চেরাগের দৈত্য!
আর দুষ্ট জাদুকর যে চেরাগটি নিয়ে গেছে, ওর ভেতরেও কি আরেকটা দৈত্য আছে?
আমি ধনী... আমি ধনী...
আমি পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী আর ক্ষমতাবান মানুষ হয়ে যাব... হিহি...
এ্যাঁ!!
অবশ্যই না ...!

আট বছর পর...
যুবক আলাদীন
একদিন প্রাসাদ থেকে এক নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলো।
রাজকন্যা কাসপার হ্রদে গোসল করতে যাবেন। সবাইকে নিজের বাড়িতে থাকার নির্দেশ দেওয়া হলো!
কী, রাজকন্যা গোসল করবে বলে সবাইকে ঘরে বসে থাকতে হবে?
লোকে বলে রাজকন্যা নাকি অপূর্ব সুন্দরী...
রাজকন্যা তো আর সবার মতো মানুষ। তাকে লুকিয়ে দেখার কী আছে?
হ্যাঁ, তিনি রূপকথার রাজকন্যাদের মতো সুন্দরী!
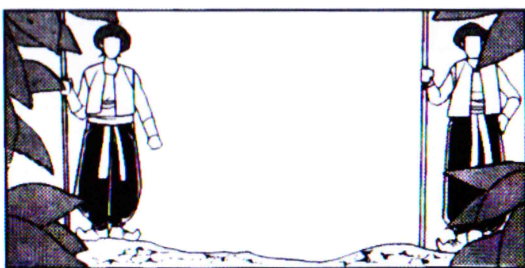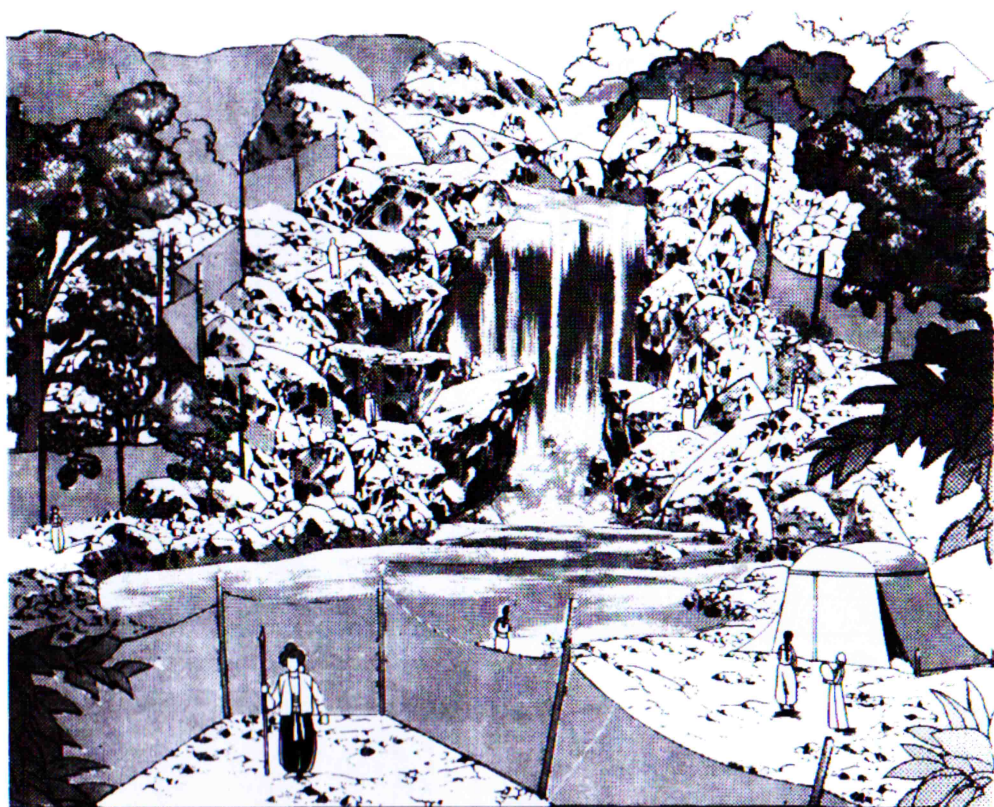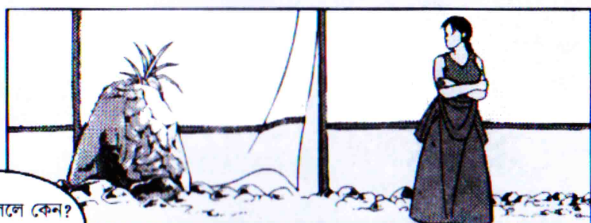
অ্যাই, তাঁবুর পর্দা তুললে কেন? রাজকন্যাকে দেখার শখ হয়েছে বুঝি?
ওহ্ ! না আমরা না!
আমিনা, তুমি কি প্রস্তুত? আমরা এক্ষুণি যাব!
ওহ্!
কী চমৎকার কণ্ঠস্বর!
কী মিষ্টি, কী সুন্দর কণ্ঠস্বর ... এ কেবল রাজকন্যাকেই মানায়!
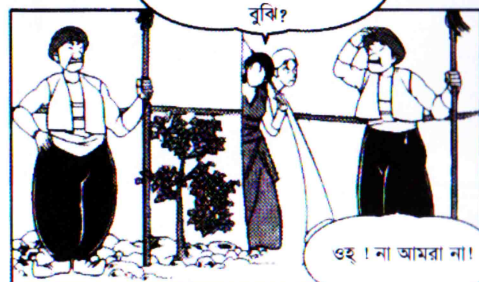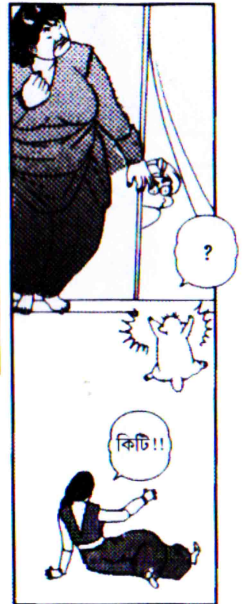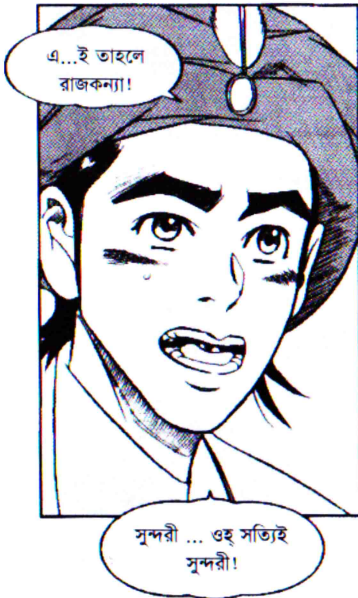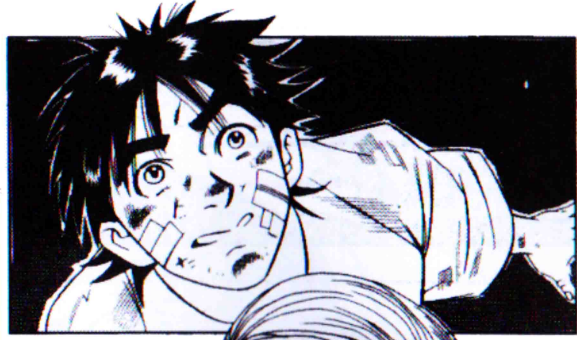
প.. প.. প... প্রস্তুত!
এহ! আমি কোন কড়া নাড়ব ...?
ওরে বাপরে কী মোটা রে ...
মহামান্য রাজকন্যা!
আমি তাকে চেরাগের দৈত্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দেব!
ওহ, রাজকন্যা ভেতরে আছেন!
তুমি কি প্রস্তুত?
কিটি, ওঠো!
এসো, কিটি, ওঠো!

আমরা গোসল করতে যাচ্ছি!
মিয়াঁও!
এ...ই তাহলে রাজকন্যা!
সুন্দরী ... ওহ্ সত্যিই সুন্দরী!
ওহ... বিড়ালটা কী ভাগ্যবান! আমি যদি ঐ বিড়ালটা হতাম!
!
?
কিটি!!

সেরেছে! আমাকে দেখে ফেলেছে! এখন যদি অদৃশ্য হয়ে যেতে পারতাম!

ধ্যাত্... এটা ভুয়া বিপদ সংকেত।

কিটি, কী হয়েছে?
হুম ... মনে হয় সে গোসল করা পছন্দ করে না।

ওহ্! আমার মানিক, তোমার কী হয়েছে?
রাজকন্যাকে প্রথমবার দেখেই তার প্রেমে পড়ে গেলে আলাদীন। তাকে এক মুহূর্তের জন্য মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না সে
আ... আমি ঠিক আছি!
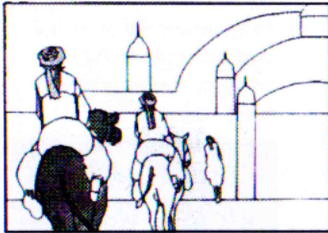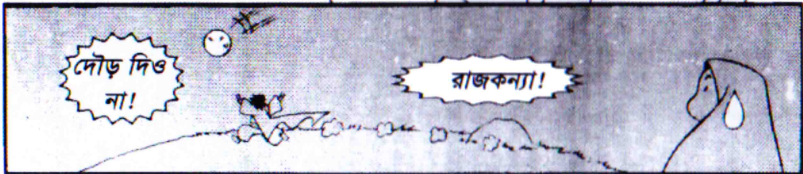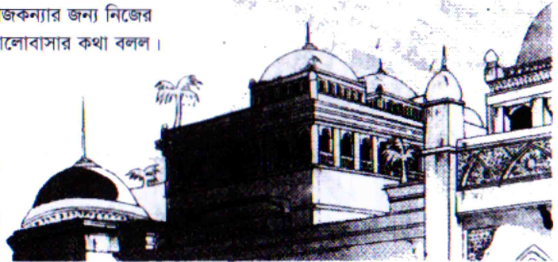
নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে, আলাদীন রাজপ্রাসাদে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। সেখানে গিয়ে রাজকন্যাকে বিয়ে করতে চায়।

তুমি আমার মেয়েকে বিয়ে করতে চাও?
হ্যাঁ, মহামান্য রাজা!
আমি রাজকন্যাকে প্রচণ্ড ভালোবাসি!
যাহোক, আমি এমন সুন্দর মণি-মুক্তা জীবনে দেখিনি।
যে মানুষটি এতো মূল্যবান পাথর নিয়ে আসতে পারে সে রাজকন্যার স্বামী হবার যোগ্য!
বিয়ে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাকে ভালোবাসো এ কথা বলাই যথেষ্ট নয়...
মহামান্য রাজা...

আপনি বলেছিলেন রাজকন্যার সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে হবে ...
তাই তো!
ঠিক আছে, তোমাকে তিন মাস সময় দেওয়া হলো!
মহামান্য রাজা! আমাকে তিনমাস সময় দিন। আমি এর চেয়ে মূল্যবান উপহার নিয়ে আসবো!
ধন্যবাদ, মহামান্য রাজা!
এই তিনমাসে যদি তুমি প্রতিজ্ঞা পালন করতে না পারো, তাহলে আলাদীনের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে হবে!
তোমরা দুজনই রাজকন্যাকে বিয়ে করতে চাইছ!
দু'দিন পর আমি শিকারে যাব। রাজকন্যাও সঙ্গে থাকবে। আমাদের সঙ্গে চলো!
হুঁম।
হুঁম।

বাবা, তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে না?
হা... তোমাকেই নিজের বর পছন্দ করতে হবে! তাই আমি যাচ্ছি না!
ওহ, বাবা... এটা ঠিক করলে না!
হায় হায় আমি শেষ... শেষ... আর কেউ কি চাইবে আমায়?
শোন সাহসী যুবকরা, রাজকন্যা আজ পর্যন্ত আমাকে ছাড়া কোথাও যায়নি। তাকে যে কোনো মূল্যে রক্ষা করতে হবে!
ওর যদি কোনো বিপদ হয়, তোমাদের হাড্ডি, মাংস গুঁড়ো করে ফেলব ...
এই সুযোগটা কাজে লাগাও। আমার খাতিরে, তোমার খাতিরে ...হা হা... নিজের সবটুকু ঢেলে দিয়ে চেষ্টা কর!
বাবার কাছে শুনেছি সারাদেশ জুড়ে তোমার ব্যবসা আছে। তুমি খুবই যোগ্য!
আপনি শুধু শুধুই প্রশংসা করছেন। খুবই ছোট ব্যবসা।
এই..
তুমি অনেক জায়গায় গেছ!
ব্যবসার জন্য... আমাকে দূর-দূরান্তে যেতে হয়। অন্যদের চেয়ে নিজের উপর বিশ্বাস রাখাই ভালো!

শাঁ...ই
বাহ, আমি ওটাকে ফেলে দিয়েছি!
চমৎকার, কোথায় পড়ল!

হা!

ওহ, শয়তান ...
দেখিয়ে দিচ্ছি আমি কী পারি!

ওয়াও ...
শয়তান বুড়ো, কী করছ? আমাকে ছাড়ো!
বুড়ো? আমার বয়স মাত্র ১৬ বছর! ঘোড়া থেকে নামো!

ওয়াপ্..
এবার আর তোমাকে ছাড়ছি না!
ওহে, এটা আমার পথ!
শয়তান বুড়ো! এসো!
শয়তান বুড়ো?
আমি তোমাকে খুন করব!
মনে হচ্ছে কোনো ঝামেলা হয়েছে...

ফোঁস ফোঁস

ওয়াহ্!

না!
বাঁচাও!

?!

রাজকন্যার চিৎকার!
নিশ্চয়ই ওর কিছু হয়েছে।
তাড়াতাড়ি চলো, রাজকন্যাকে আমাদের বাঁচাতে হবে!
কেবল আমিই রাজকন্যাকে রক্ষা করতে পারব!
অ্যাই, আমাকে হুকুম দিও না।
ওহ!
রাজকন্যা আমার!
বীরেরা এসেছে উদ্ধার করতে এটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা?
আমার রাজকন্যা, তোমার বীর ...
এখানে ...
আমি...
এই যে...
ফোসস্
ওরে বাপরে! এটা হতে পারে না! এটা সত্যি হতে পারে না!

ফোঁস্ স্..
ফোঁস্ স্..
দানব, এদিকে তাকাও!
বা ... বা ... বাঁচাও!
আরেকবার মারো!
শাই...ই

ফোঁস
ওহ্! এটা হামলা করছে!
উফ্! শয়তান বুড়ো, এখনও এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন!
এসো আমাকে সাহায্য করো!
আহ্, লোকটা পালাল! কি ভীতু!
এখন ... একমাত্র ভরসা জাদুর চেরাগ!
নিজের উপরই ভরসা রাখতে হবে তারপর ... ওহ ... হ্যাঁ!
বোকা! আমাকে গালমন্দ করো না! যে কারো চেয়ে আমার জীবন মূল্যবান! এমনকি রাজকন্যার চেয়েও!
আমি যাই, খোদা হাফেজ! আলাদীন!

ফোস্‌স্‌..

চেরাগের দৈত্য,
আমাকে সাহায্য করো!

শ্যা..শ্যা..শ্যা..

ফোস্‌স্‌..

ফোঁসস্‌
প্রভু, আমি এসে পড়েছি!
হাহা!
হাহ!
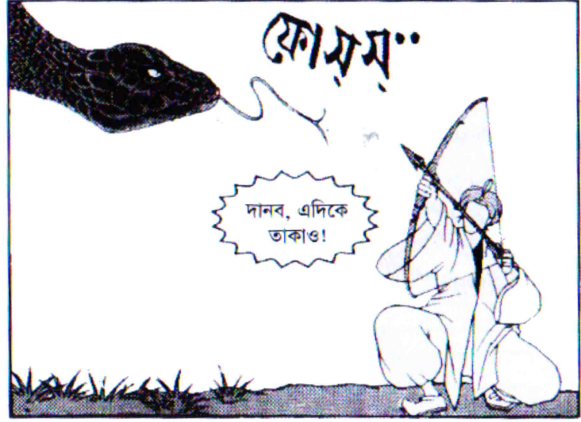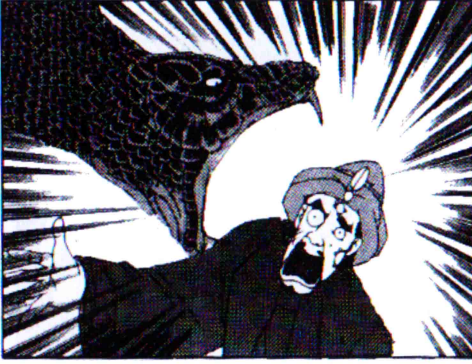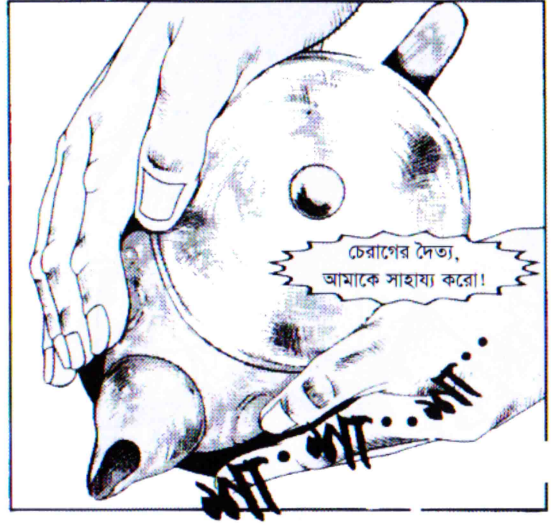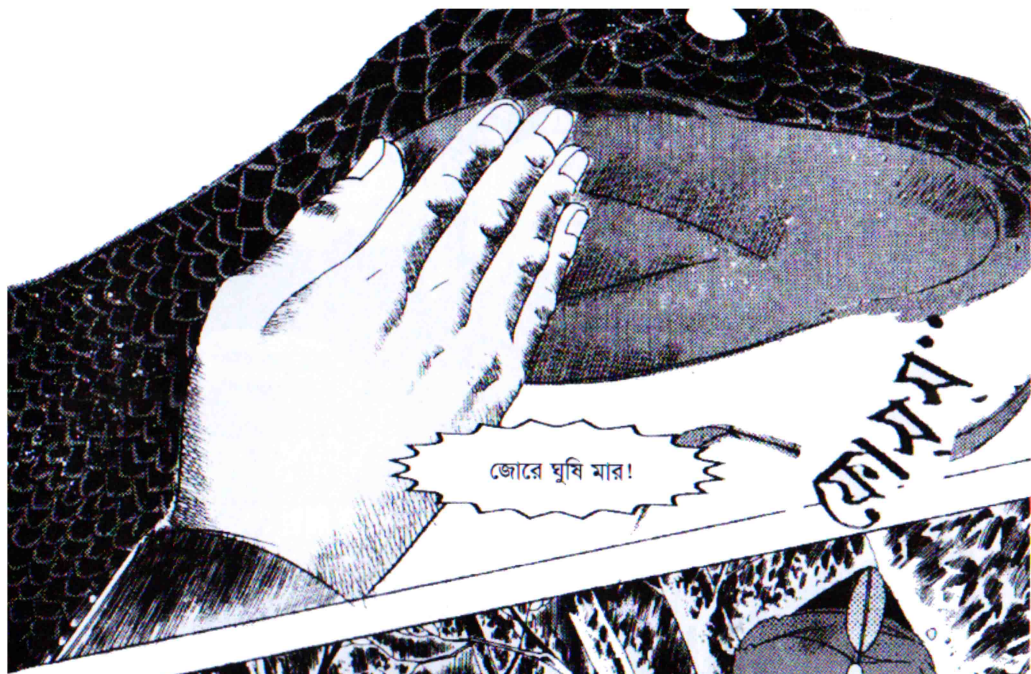
জোরে ঘুষি মার!
ফোসসঃ
ওফ্! ওফ্! শেষপর্যন্ত জঙ্গলের বাইরে আসতে পারলাম!

ওফ্! রাজকন্যা... আর ঐ বোকাটা ... এতক্ষণে সাপের পেটে চলে গেছে!

তুমি একা কেন? আলাদীন আর রাজকন্যা কোথায়?

কী হয়েছে?

ওরে বাপরে! মহারাজ ...

কী?

মহামান্য রাজা ... উহ ... উহ্ ... ভয়ানক সাপ তাদের খেয়ে ফেলেছে...

জলদি যাও ... জলদি, রাজকন্যাকে উদ্ধার করো!

ওরে বাপ!
কী ওটা?
সেই ভয়ানক
সাপের মাথা!
মরে গেছে!
হেই ... ওটা ...

রাজকন্যা ...
আহ!
আহ!
রাজকন্যা এবং
আলাদীন!!!

বাবা!
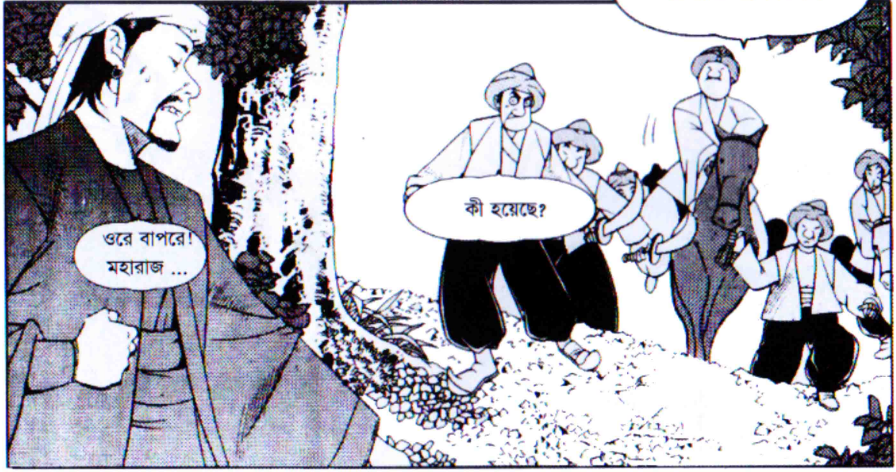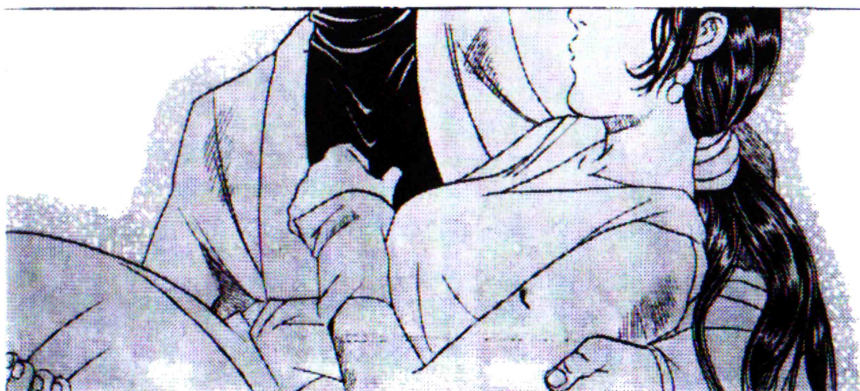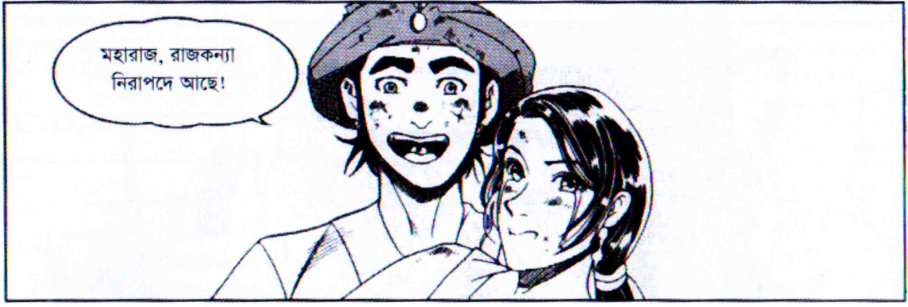
রাজকন্যাকে রক্ষা করে রাজার আস্থা অর্জন করল আলাদীন। আলাদীনের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে হয়ে গেল।

বিয়ের পর তারা সুখে শান্তিতে বসবাস করতে লাগল।

এক বছর পর...
আলাদীনের অজগর নিধনের কথা কেউ ভুলে যায়নি, বরং এ ঘটনা নিয়ে বিভিন্ন রকম গল্প ছড়াতে থাকলো।
আলাদীন আঙ্গুলের টোকায় বিশাল সাপটা মেরেছে।
আলাদীনের অন্যরকম ক্ষমতা আছে...
ওকে ঘৃণা করি ...
কী অসাধারণ ক্ষমতার পুরুষ ...?
এই বিশাল সাপটার সঙ্গে মারামারি করল কেমন করে!
অসহ্যকর আলাদীন!
কেবল সে একাই সাপটাকেই মারেনি!
ওর হাতেও জাদুর চেরাগ আছে!
আমার ওটা চাই!

পরদিন আলাদীন শিকারে গেল। সে সময় দুষ্ট লোকটি গোপনে রাজপ্রাসাদে ঢুকল।

হি, হি, যতক্ষণে তুমি শিকার থেকে ফিরে আসবে...
তোমার সবকিছু আমার হয়ে যাবে!

জাদুর চেরাগ ...

কোথায় ওটা ...

আহ্ পেয়েছি!

হা, হা... জাদুর চেরাগ!
কী বোকা! জাদুর চেরাগ এমন জায়গায় ফেলে রাখে!

ওহ!
কেউ এসেছে!

প্রহরী! চোর।
চোরটাকে ধরো!

ধুপ্...
ধুপ...
হিহি
এতো বড় সাহস!
রাজপ্রাসাদে ঢুকেছ!
তোমার সাহস তো
কম নয়!
রাজকন্যা ...
ওর জন্যই আমি
আজ এখানে!
তাই ওকে
নিয়ে যাব!
ডাকাত!
ওকে ধরো!
তোমরা সবাই
মিলে দেখবে ...

জাদুর চেরাগের
ক্ষমতা দেখো!
ওহ্, দৈত্য!

বাঁচাও!
পড়ু••
পড়ু•
প্রভু, আপনার জন্য কী করতে পারি!
হা... জাদুর চেরাগ!
দয়া করে, প্রাসাদটাকে অন্য জায়গায় নিয়ে চলো ...
আফ্রিকা যেতে চাই।
ঠিক আছে প্রভু!

আফ্রিকা
উহ্... তোমার দিবাস্বপ্ন বন্ধ করো! বাবা হাতে পেলে তোমাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে!
আমাকে ছেড়ে দাও!
হাহ্ ... রাজা? শোন, আমি আর কাউকে ভয় পাই না!
কেন, একটা ছোট্ট রাজ্যের রাজাকে আমি ভয় পাব !
আমার রাজকন্যা! এখন থেকে তুমি আমার হুকুম মেনে চলবে!
আমি আপনার স্বামী!
কারণ আমি সারা পৃথিবীর রাজা!
জাদুর চেরাগ আমাকে পৃথিবীর রাজা বানিয়ে দিয়েছে ... হা হা হা !
জেলখানায় ...
ওহ্ !

প্রভু!
শশশ!!!
প্রভু!
চুপ! বুড়োর কান খুবই তীক্ষ্ণ।
ঠকাস!!
প্রভু, আপনি এখানে কেন? আপনি কি শিকারে যাননি?
প্রভু, রাজকন্যাকে ধরে নিয়ে গেছে!
আমি জানি। এই কারাগার থেকে আগে বের হই তারপর ভাবব!
প্রভু, আপনি কি শিকারে যাননি?
শশশ! জোরে কথা বলো না! আমি তোমাদের পরে বলব!

প্রভু, দয়া করে
সাবধানে থাকবেন!

ওরে বাবা, কত
জোরে নাক ডাকে!

বিদ্‌ঘুটে বুড়ো
আমার ঘরে
আরামে ঘুমাচ্ছে!

হু ...
হু ...
হু ...

জাদুর চেরাগ
তার হাতেই!

চুপি চুপি...

হু ...

কী?!
বিড়াল?
খসখস!
ওরে বাপরে!
আহ্!
কি এটা?
আমাকে কিসে
কামড়ালো?
হাহ!
জাদুর চেরাগ!

বউ...
এই এই... তুমি এখানে কেন?
আমার স্বামী, তুমি বাড়ি এলে কী করে?
তুমি তো শিকারে গিয়েছিলে!
হা ... যাবার পথে মনে হয়েছিল বাড়িতে জরুরি কিছু রেখে গেছি!
আমি যেখানেই যাই জাদুর চেরাগ সঙ্গে থাকে!
কিন্তু ফিরে এসে দেখি চেরাগের দৈত্য তোমাদের সবাইকে বন্দি করে ফেলেছে!
এই চেরাগের দৈত্য এলো কোত্থেকে?
হুম!
সে অনেক লম্বা কাহিনী... তখন আমি পিচ্চি একটা ছেলে! একদিন ...

# আরব্য রজনীর গল্প

**কমিক** আকারে আরব্য রজনীর গল্প

'ঘৃণা মানুষকে পশুতে পরিণত করে।' এই প্রবাদ বাক্যটির সত্যতা প্রমাণ করে রাজা শাহরিয়ারের কাহিনী। নিজের রাণীর বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে রাজা প্রতি রাতে একজন করে মেয়েকে হত্যা করতে শুরু করেন। ঠিক এই সময় তাঁর সাথে পরিচয় হয় উজীর কন্যা শেহেরজাদীর।

শেহেরজাদী অসাধারণ সব গল্প শুনিয়ে রাজার ভুল প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গতে সাহায্য করেন। ফিরিয়ে আনেন তাঁর হারিয়ে যাওয়া বিশ্বাস। শেহেরজাদীকে এই গল্পগুলো বলতে হয়েছে এক হাজার এক রাত ধরে, এর বিনিময়ে তিনি প্রতি রাতের জন্য নিজের জীবন ভিক্ষা পেতেন। এইভাবে গল্প বলার কৌশল অবলম্বন করে তিনি নিজের ও দেশের হাজার নারীর জীবন বাঁচিয়েছিলেন।

আরব্য রজনীর এক হাজার এক রাতের এই গল্পগুলো শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে বিশ্বের সব শ্রেণীর পাঠকদের কাছেই সমানভাবে জনপ্রিয়। আর এগুলো শুধুমাত্রই যে গল্প তা কিন্তু নয়, এর মধ্যে আছে অনেক শিক্ষণীয় উপকরণ।

পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি.